সর্বভারতীয়
তৃণমূল কংগ্রেস

ইশতাহার
২০১১

পশ্চিমবঙ্গ
বিধানসভা নির্বাচন
২০১১

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

ইস্তাহার ২০১১

বিধানসভা নির্বাচন ২০১১

আমাদের আবেদন—সুশাসন

[illegible]

করা উচিত যথেষ্ট কঠিন কাজ। আর্থিকভাবে চূড়ান্ত দেউলিয়া, সরকারি কর্মীদের, শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার টাকা নেই। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা দেনা। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বিশৃঙ্খল, বেহাল। পাশাপাশি কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকাঠামো থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপর্যয়। সামাজিক ক্ষেত্রগুলিও সর্বনাশা পথে। আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। সব বিষয়ে অতীতের সোনার বাংলা আজ ভারতবর্ষের মধ্যে তালিকার নিম্নদেশে ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে। রাজ্যের প্রতিটি শিরা-ধমনীতে শাখা-প্রশাখায় সিপিএমের সর্বনাশা অপশাসন, দুর্নীতি, দলবাজি, স্বজনপোষণ, অনুন্নয়ন, সন্ত্রাস, ক্লেদাক্তের ছাপ। এই জায়গা থেকে বাংলাকে আবার উন্নয়নের পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু, সেই কাজের চ্যালেঞ্জ আমরা নিচ্ছি। বাংলার মা-মাটি-মানুষের ভালবাসা, শুভেচ্ছা, দোয়ার উপর ভিত্তি করে অন্ধকার দিনকে মুছে দিতে চাই আমরা। নবজাগরণের মাধ্যমে গড়তে চাই নতুন বাংলা।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে এসেছে, রাজ্য সরকার পরিবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক বড় সুযোগ। ভারতে অনেক আগে এই বাংলা একদিন সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাত। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রামকৃষ্ণের মতো মহাপুরুষ জন্মেছিলেন। গর্বিত বাংলা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের সান্নিধ্যে। স্বাধীনতার পর এই বাংলা ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প-সংস্কৃতি-কলা-কৃষিতে দেশের মধ্যে প্রথম। আর ৩৪ বছর ধরে এই বাংলা ধর্ষণে, খুনে, শ্লীলতাহানিতে, ডাকাতিতে, রাহাজানিতে, সন্ত্রাসে দেশের মধ্যে প্রথম। আজ কোনও পিতা-মাতা জানেন না, কাজে বেরোনো সন্তান সন্ধ্যায় ফিরবে কি না। জানেন না, কলেজে পড়তে যাওয়া কন্যা সম্ভ্রম বজায় রেখে বাড়ি ফিরবে কি না। সন্তানদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শিক্ষার শেষে এ বাংলায় চাকরি নেই। লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ে কাজের সন্ধানে এই রাজ্য ছেড়ে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে। শিক্ষা না পেয়ে, কাজ না পেয়ে শুধু কটা পয়সা রোজগারের আশায় কত লক্ষ মানুষ যে অন্য রাজ্যে পাথর কাটতে যায়, সোনার কারখানায় কাজ করতে যায়, তার হিসাব নেই। নারীপাচারে এই বাংলা প্রথম। অনাহারে আমাদের রাজ্য প্রথম। কর্মহীনতায় এই বাংলা প্রথম। অত্যাচার-নির্যাতনে এই বাংলা প্রথম। রাজ্য জুড়ে চলছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়, যখন দেখা যায় অনাহারক্লিষ্ট বাবা-মা আদরের সন্তানদের হাটে-বাজারে বিক্রি করতে বাধ্য হন অনাহারের জ্বালায়।

৩৪ বছর ধরে যে সরকার মহাকরণের অলিন্দে ঘোরাফেরা করছে তারা দলীয় স্বার্থে রাজ্যের মানুষের স্বাধীন অধিকার হরণ করে রেখেছে। দীর্ঘদিন কোনও সরকার ক্ষমতায় থাকলে সেই সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপই ফ্যাসিস্তদের মতো হয়। সিপিএমেরও আজ সেই একই অবস্থা। মানুষের কাছ থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেই। শুধুমাত্র নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে ও পিছিয়ে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন সরকারকে বিভিন্নভাবে তোষামোদ করে ওরা ক্ষমতায় থেকে যাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে এটা ঘটেছে। একনাগাড়ে দীর্ঘদিন ধরে কায়েম হয়েছে বাংলায় সিপিএম দলের একনায়কতন্ত্র।

আর্থিক ক্ষেত্রে এই সরকারের একের পর এক ব্যর্থতার খতিয়ান রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো মুখ থুবড়ে পড়েছে। লাগামহীন নৈরাজ্য এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ফলে গ্রাম-গঞ্জ-শহর সর্বত্র সাধারণ নাগরিকদের জীবনে নেমে এসেছে এক চূড়ান্ত ত্রাসের কালো ছায়া। নাগরিক সংগঠন এবং শিল্পের এমনভাবে ক্ষয় হয়েছে যার পুনরুত্থান যথেষ্ট জটিল হয়ে উঠেছে। আর্থিক বেনিয়ম ও কঠোর দুর্নীতি আর জমি লুঠের 'নায়ক' সিপিএম পরিচালিত

বামফ্রন্ট সরকার। যে রাজ্য ঋণের দায়ে অর্থনীতিকে তলানিতে ঠেলে দিয়েছে, সেই রাজ্যে নির্বাচনের মুখে পরিকল্পনাহীনভাবে বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই ঘোষণা হচ্ছে 'অনুকম্পী' অর্থনৈতিক প্রকল্প। সিপিএমের নেতৃত্বে রাজ্যের ভাঁড়ার ফাঁকা করে নানা প্রকল্পে টাকা দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি, তা সিপিএম সরকারের ভাঁওতা আর ছলনা ছাড়া কিছুই না। রাজ্যের অর্থনীতির দফারফা করে মানুষকে প্রতারণা করার রাস্তায় নেমেছে সিপিএম। আমাদের তা রুখতে হবে। শিল্প, কৃষিতে, উন্নয়নে সকলকে নিয়ে পুনরুদ্ধার করতে হবে আমাদের রাজ্যের হৃত গৌরবকে।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর মহান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য আজ কলঙ্কিত। নাগরিক সমাজ অবরুদ্ধ। পারস্পরিক আচরণের মধ্যে বোঝাপড়ার কোনও লক্ষণ নেই, আছে বিরোধী চিন্তাধারার প্রতি সীমাহীন অসহিষ্ণুতা। আদিবাসী সম্প্রদায়-সহ সমাজের দুর্বলতর এবং অনুন্নত শ্রেণির মানুষ এবং সংখ্যালঘু জনগণের উপর বারবার অত্যাচার এবং বর্বরতম ঘটনা ঘটে চলেছে। সরকারের ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিরা বিনাবাধায় ইচ্ছেমতো এগিয়ে চলেছে। তাদের অনৈতিকভাবে সাহায্য এবং প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে একটি অসাধু এবং প্রবঞ্চক রাজ্য সরকার।

বাংলার ইতিহাসে বর্তমান অবস্থার মতো এমনভাবে ঐক্য এবং শান্তি খুব কমই বিঘ্নিত এবং কলঙ্কিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের ঘর-সংসার অবরুদ্ধ, বিপন্ন। পশ্চিমবঙ্গকে শাসন করার কোনও নৈতিক অধিকার বামফ্রন্ট সরকারের নেই। রাজ্যের বহু অংশে প্রশাসনের কোনও অস্তিত্ব নেই। নীতিহীন এই সরকারের যথাযথ প্রশাসনিক কার্যকলাপ অদৃশ্যপ্রায়। গণতন্ত্র নয়—দলতন্ত্রই এখানে কায়েম করেছে সিপিএম দল।

অনেক বছর ধরে বামফ্রন্টের শোষণ, প্রবঞ্চনা, জালিয়াতির ফলে অবধারিতভাবে সমাজের অনুন্নত শ্রেণির অত্যাচারিত মানুষের মধ্যে গণআন্দোলন ঘটিয়ে, আর এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করার হাতিয়ার হল বামফ্রন্টের বন্দুকধারী দলীয় কর্মীরা। রাজ্য সরকার রাজ্য শাসন করার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে। রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি আজ বিপন্ন।

আজ পশ্চিমবঙ্গ পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। বর্তমান সময় অনিশ্চয়তা, দ্বন্দ্ব, হিংসা এবং সন্ত্রাসের সময়, আর এই সবের ফলে গণতন্ত্র আজ সঙ্কটাপন্ন। তাই আমরা চাই বাংলার শান্তি ও সংহতি রক্ষা করতে।

বর্তমান সরকার জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজেদের অদক্ষ এবং ব্যর্থ প্রমাণ করে রাজ্যবাসীর কাছে এক দীর্ঘ বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠেছে।

উন্নয়ন ও শিল্পায়নের নামে বহুফসলি কৃষিজমি জোর করে দখল করার মধ্যে দিয়ে এই সরকার মানুষের উপর ভয়ঙ্কর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ নামিয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে অত্যাচার, দমন-পীড়ন চালানো হয়েছে, সশস্ত্র দলীয় ক্যাডারবাহিনী নামিয়ে পুলিশ প্রশাসনের একাংশকে ব্যবহার করা হয়েছে এই জঘন্য কাজে। সিঙ্গুর, নেতাই, নন্দীগ্রামসহ জেলায় জেলায় ঘটিয়েছে ভয়ঙ্কর গণহত্যা। জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে রাজারহাটের জমি। আমাদের বহু কর্মী খুন হয়েছেন গত দু'বছরে সিপিএম হার্মাদদের হাতে।

প্রথমে বিরোধী রাজনৈতিক দল, তৃণমূল কংগ্রেসের উপর বারবার আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে। খুন করা হয়েছে হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী-সংগঠক-সমর্থককে। আজও সেই ধারা অব্যাহত। প্রতিদিন গড়ে খুন হচ্ছেন ৬ জন। এইভাবে গোটা রাজ্য জুড়ে বিরোধী রাজনীতির কণ্ঠরোধ করে এক জঘন্য স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই আমলে দুর্নীতি-স্বজনপোষণ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক শিষ্টাচার জলাঞ্জলি দিয়ে

নিজেদের একাধিপত্য কায়েম করাই প্রধান শাসকদলের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সামনে রেখে একদিকে চলছে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস আর অন্যদিকে অবাধ মিথ্যাচার। মিথ্যা প্রচারে এরা গোয়েবেলসকেও হার মানিয়েছে।

এককথায়, পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চলছে এক ঘোর অরাজকতা। আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে। বেআইনি অস্ত্রে ছেয়ে গিয়েছে রাজ্য। সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। প্রধান বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার চলছে তা যে কোনও সভ্য সমাজকে লজ্জা দেবে। হাজার হাজার কর্মীকে খুন করা হয়েছে। হাজার হাজার কর্মীর জমি, ঘর-বাড়ি লুঠ হয়েছে। ঘরছাড়া হয়েছেন কয়েক হাজার কর্মী। বহু কর্মীকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে।

পশ্চিমবাংলার মানুষ যখন ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, চরম দারিদ্র ও কর্মহীনতায় আক্রান্ত, তখন জনজীবনের মৌলিক সমস্যাগুলিকে সমাধানকল্পে এই সরকারের কোনও দিশা নেই। হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ বা রুগ্ণ। শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা ক্রমবর্ধমান। নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের গল্প শুনিয়ে সরকার কেবল উর্বর কৃষিজমি একশ্রেণির মালিক ও প্রোমোটার দালালদের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণসহ তফসিলি জাতি, আদিবাসীসহ মহিলা সমাজের উন্নয়নে সরকারি ভূমিকা সর্বাংশে থেকে লজ্জাজনক। নির্বাচনের সামনেও ঢালাও প্রতিশ্রুতি, লোক দেখানো ঘোষণা অথচ বাস্তবে তা কার্যকরী হয় না। জঙ্গলমহলের সমস্যা রাজ্য সরকারই জিইয়ে রেখেছে। একদিকে চলছে অস্ত্রের শাসানি, অন্যদিকে এলাকা দখলের আগ্রাসী কার্যকলাপ। এরই মধ্যে জীবন ও জীবিকার লড়াইয়ে সিপিএমের জনস্বার্থবিরোধী সরকারি নীতি রুখে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আজ সিপিএম সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন। তাই রাজ্য জুড়ে শাসক পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট। লেখক-শিল্পী-নাট্যকার-বুদ্ধিজীবীসহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকবৃন্দ আজ সমগ্র মানুষের চলমান গণ-আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আজ যেখানেই মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলন, সেখানেই আন্দোলনরত মানুষ চাইছেন পরিবর্তন। সরকার ও প্রধান শাসক দল সিপিএম আজ দিশাহারা। এরকম এক অবস্থায় সিপিএমের দুঃশাসন থেকে মুক্তি চাইছেন বাংলার মানুষ। আওয়াজ উঠেছে—"পরিবর্তন চাই"। মানুষ সরকারের পরিবর্তন চাইছেন। চাইছেন সিপিএম দুঃশাসনের অবসান।

সম্প্রতি লালগড়ের নেতাই গ্রামে সিপিএমের সশস্ত্র হার্মাদবাহিনীর গুলিতে ৯ জন নিরীহ গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আরও ১৮ জন। মোট আহতের সংখ্যা ৫৩।

আমরা প্রগতি, উন্নয়ন আর ধর্মনিরপেক্ষতার মন্ত্রে বিশ্বাসী দল। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলেই শান্তিপূর্ণ পথে স্বৈরাচারী সিপিএম দল ও তাদের পরিচালিত জনবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করে যাচ্ছি। ২৬ দিন অনশন করেছি। সিঙ্গুরে রাস্তার ধারে পড়ে থেকে ১৬ দিন সত্যাগ্রহ করেছি। প্রতিদিনই মানুষের সঙ্গে থেকেছি এবং থাকব-ও। অর্থ নেই, কিন্তু মানুষ আছে। প্রতিদিন জনসমর্থন আমাদের বাড়ছে। গোটা বাংলার প্রতিটি প্রান্তে প্রতিবাদী মানুষ সিপিএমের বিরুদ্ধে সরব। তাই মা-মাটি-মানুষের এই সংগ্রাম, বাংলাকে সিপিএমের হাত থেকে মুক্ত করার লড়াই ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। সিপিএমকে এবার ক্ষমতা থেকে গণতান্ত্রিকভাবে মানুষের দোয়া আর আশীর্বাদে সরাতেই হবে।

বাংলায় যখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল না, তখন কিন্তু বাংলার সব কিছু ছিল। ছিল ঘরে ঘরে

আলপনা দেওয়ার আঙিনা, মুক্ত আকাশ, শ্যামল পল্লীবীথি, ছায়াময় অশ্বত্থ, পরস্পরের প্রতি প্রীতি। আজ 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'-র লক্ষ্মী কেন আমাদের ছেড়ে গেলেন? কেন আজ সব কিছু থেকেও কিছুই নেই? কেন আমরা অন্ধকার গলিতে ঢুকলাম।

বাংলার ঘরে ধান ছিল, গোয়ালে গাই দুধ দিত, জলাশয় মাছ দিত, তৃণ-শ্যাম শস্যক্ষেত্র ও গোচারণভূমিতে চাষি সারাদিন পরিশ্রম করার পরেও ঘর্মাক্ত কলেবরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা ঘরে মেঠো সুরে প্রাণের গান গাইতে গাইতে ফিরে আসত। এখন ঘরের সন্ধ্যাদীপ অনেকাংশে অনাহারে ও দারিদ্রে ঝিমিয়ে গিয়েছে। পেটের দায়ে হালের গরু বিক্রি করেছে কৃষক। জলাশয় হয়ে গিয়েছে প্রোমোটার-এর বলি। বিশুদ্ধ জলের পরিবর্তে আর্সেনিক জল। চিকিৎসার পরিবর্তে শ্মশান অথবা কবর যাত্রা। স্থায়ী কাজের পরিবর্তে চুক্তিতে নিয়োগ। যুবক-যুবতীদের মুখের হাসি লুটিয়ে গিয়েছে সিপিএমের চুক্তির জাঁতাকলে। পড়াশোনার চাপে শিশুমনগুলি হয়েছে অতি ক্ষুদ্র মানুষের পরিণত সংস্করণে।

কোথায় সেই পাটশিল্প? চা শিল্প? ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প? টেক্সটাইল শিল্পগুলো কোথায় আজ? শিল্পের থেকে আজ ঝাঁপিতালা অনেক বেশি। শিল্প মানে কেন শুধু মদের কথা? আর বিদ্যুতে মৃত্যুর কান্না। কেন এমন ভাবল না আমরা। কেন বাংলার ছেলেমেয়েরা বাংলাতে কাজ না পেয়ে চলে যাচ্ছে, লাখ লাখ জন, বাংলার বাইরে। কেউ বা দিল্লিতে, কেউ বা মুম্বইতে, কেউ বা রাজস্থানে, কেউ বা ইউপি বা বিহারে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মা-মাটি-মানুষের সরকার দেবে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন। দলবাজি হবে না। দলতন্ত্রের বদলে প্রতিটি কাজে থাকবে গণতন্ত্র, সততা, নৈতিকতা, স্বচ্ছতা। সরকারের সব কাজের তথ্য মানুষ সহজেই জানতে পারবেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার জনকল্যাণকামী গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সরকার হিসাবে কাজ করবে।

রাজ্যবাসী ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। তারা পরিবর্তন চায় এবং পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষী। পরিবর্তন আসবে এবং প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে বাম অপশাসনের কুশপুতুল নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। এখন জেগে উঠে নতুন বাংলার গঠনের সময়।

আমরা চাই মানুষ ভাল থাকুক, বাংলা এগোক, শৃঙ্খলমুক্ত হোক। সিপিএমের বিরামহীন অত্যাচারের জন্যই বাংলায় আজ আগুন জ্বলছে। উগ্রপন্থীরা বাংলাকে বধ্যভূমি বানিয়েছে, অস্ত্রের কারখানা তৈরি হয়েছে, উত্তরবঙ্গ উত্তাল, আদিবাসী বিদ্রোহী, সংখ্যালঘুরা ক্ষুব্ধ, তফসিলিরা অবহেলিত, বিপন্ন শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষ। তাই এখন সময় এসেছে পরিবর্তনের। অত্যাচারিত বাংলা মায়ের প্রকৃত রূপকে সামনে আনার সংগ্রামে শামিল রাজ্যের জনগণ। এ লড়াইয়ে জিততে আমাদের হবেই। নিতে হবে সোনার বাংলা গড়ার শপথ। **এখনও নন্দীগ্রামের মানুষ তাঁদের স্বজন-হত্যাকারীদের চরমতম শাস্তির দাবিতে আশায় বুক বেঁধে আছেন। তাপসীর ধর্ষণকারী ও হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে সিঙ্গুর আজও উত্তাল। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি আজও ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত বর্গাদার এবং খেতমজুরদের অধিকার। ঠিক এইভাবে লালগড়ের নিরীহ আদিবাসীদের উপর নির্যাতন, হত্যার বিচার চাইছেন এই অঞ্চলের মানুষ। তাঁদের আশাকে আমাদের বাস্তবায়িত করতেই হবে। সামনে বিধানসভা ভোটে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে চুরমার করতে হবে। লালগড়ের নেতাই গ্রামে নারকীয় গণহত্যায় সিপিএম বাংলাকে রক্তাক্ত করেছে। বিচারের দাবিতে সোচ্চার বাংলা।** এই লড়াই ও পরিবর্তনের কাজে ছাত্র-যুব সমাজকে আরও আরও উন্নততর কাজে লাগানো হবে।

সাধারণ মানুষ বিগত দিনগুলোতে সিপিএমের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আমাদের দেখেছেন। উন্নততর বামফ্রন্টের যে নমুনা আপনারা দেখেছেন তার বিরুদ্ধে উন্নততর সমাজ ও উন্নততর মানুষ তৈরি করতে সিপিএমের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রধানতম 'বিকল্প' যে তৃণমূল কংগ্রেস, সেই **তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 'ঘাসের উপর জোড়া ফুল' চিহ্নে ভোট দিয়ে সন্ত্রাসমুক্ত সকাল নিয়ে আসুন—আনুন পরিবর্তনের ভোর—আপনার আমার প্রিয় বাংলায়। 'উন্নয়ন-প্রগতি-গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা' হোক আমাদের ব্রত। আমাদের মন্ত্র হোক 'সকলের পেটে ভাত, সকলের জন্য কাজ'। শান্তি বর্ষিত হোক। প্রতিষ্ঠিত হোক মানবিকতা। জয় হোক মা-মাটি-মানুষের। ফিরে আসুক স্বর্ণালী বাংলা। রক্তপাত-অন্ধকার দূর হোক। বাংলায় হোক আবার নবজাগরণ। শিক্ষা-সংস্কৃতি-স্বাস্থ্য-কৃষি-শিল্পে আসুক নতুন কাজের বন্যা।**

'জাগো'! বাংলা 'মা' জাগো! জাগো বাংলা জাগো। জাগুন বাংলার মা-ভাই-বোনেরা। জাগো বাংলার মা-মাটি-মানুষ। জাগুন আমার প্রিয় ছাত্র-যুব-ভাই-বোনেরা। যারা আগামিদিনের ভবিষ্যৎ। যারা গড়বে নতুন বাংলা। এগিয়ে আসুন সকলে দীর্ঘদিনের যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে। "বদলে দিন-পাল্টে দিন এ স্বৈরাচারী বামফ্রন্ট সরকার"।

এবার আসছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। জনগণের সরকার। আপনার ও আমাদের সবার সরকার। যে সরকার হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, উন্নয়ন ও প্রগতির কর্ণধার।

সিপিএম যে বিপর্যস্ত চেহারায় বাংলাকে রেখে যাচ্ছে, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড় করিয়ে বাংলার সোনার দিন ফিরিয়ে আনব আমরা। আনব নবজাগরণ। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা আনব নতুন সকাল।

★ **গড়া হবে নলেজ মিশন।** আমরা শুধু শিক্ষা কাঠামোকে শক্তিশালী করব না, সেইসঙ্গে আমাদের গর্বের মেধাসম্পদকে, নতুন প্রজন্মকে বাংলা গড়ার কাজেই ব্যবহার করব। এখানেই উচ্চশিক্ষা, এখানেই বিশ্বমানের শিক্ষা, এখানেই গবেষণা, এখানেই প্রয়োগ। বাংলা থেকে দূরে চলে যাওয়া মেধাসম্পদকে আবার

নতুন বাংলা গড়ার অভিযানে ফিরিয়ে আনা আমাদের লক্ষ্য।

★ গড়া হবে নতুন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। যত দিন যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে চিকিৎসা পরিকাঠামো। এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না। দরিদ্রতম মানুষের কাছেও জীবনদায়ী চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। আমাদের অভিযান, সকলের জন্য স্বাস্থ্য।

★ আমরা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অটুট রাখব। পুলিশ-প্রশাসনকে রাখব নিরপেক্ষ। মুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক পরিবেশে ঝলমল করবে বাংলার আকাশ।

★ সর্ব ধর্ম, সর্ব জাতি, সর্ব বর্ণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে বাংলার মাটি। অন্য রাজ্যের বহু মানুষ কর্মসূত্রে এ রাজ্যে। প্রত্যেকে যাতে সমান অধিকারে মাথা উঁচু করে বাংলায় থাকতে পারেন, আমরা তার পরিবেশ তৈরি করব।

★ উদ্বাস্তুরা সামাজিক ন্যায় পাবেন, পাবেন অধিকারের পরিকাঠামো।

★ সংখ্যালঘু স্বার্থ থাকবে সুরক্ষিত। সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করব আমরা।

★ তফসিলি জাতি-উপজাতি, ওবিসিদের এবং অর্থনৈতিকভাবে, উন্নয়নগতভাবে পিছিয়ে পড়া অংশকে সামাজিক এবং আর্থিক ভারসাম্যের মধ্যে নিয়ে আসা আমাদের লক্ষ্য। কারণ, সমাজের কোনও না কোনও প্রান্ত যদি অবহেলিত বা পিছিয়ে থাকে, তাহলে সেই সমাজ সার্বিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে না। আমরা কোনও বৈষম্য রাখতে চাই না। দীর্ঘদিন ধরে যে ক্ষতগুলি গভীর

[illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- কৃষি, শিল্প এবং [illegible] [illegible]

- [illegible] পরিবেশ এবং [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]
জয় হোক [illegible]
জয় হোক [illegible]
জয় হোক বাংলার মা-মাটি-মানুষের।

[illegible]

মমতা ব্যানার্জী
সভানেত্রী, সর্বভারতীয়
তৃণমূল কংগ্রেস

পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য আমাদের বক্তব্য,
মা-মাটি-মানুষের উদ্দেশে
আমাদের নিবেদন—

‘কৃষি’ - ‘শিল্প’ - ‘শিক্ষা’ - ‘স্বাস্থ্য’ - ‘সংস্কৃতি’
আর ‘সুশাসন’

কৃষি আমাদের প্রেরণা
শিল্প আমাদের চেতনা

দলতন্ত্র নয়, গণতান্ত্রিক সরকার

কৃষি

বাংলার চাষিদের স্বার্থরক্ষার জন্য কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য গবেষণা ও প্রকৃত উন্নয়ন সাধন করার সবরকম প্রচেষ্টা করা হবে।

শস্য চাষ, পুষ্প চাষ এবং মৎস্য পালন, পশু পালন, মুরগি পালন, ইত্যাদি বিষয়ে কৃষক শ্রমজীবীদের খামার সংরক্ষণ এবং পদ্ধতিগত উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত করা। কৃষিজাত দ্রব্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা।

যথেষ্ট আস্ফালন সত্ত্বেও বোঝা যায় গত ৩৪ বছরে বাম জমানায় মোট এসডিপি থেকে কৃষির অংশ ক্রমশ কমেছে। দলীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শিল্পায়নের নামে বাংলাকে লুঠ করা হয়েছে।

আমাদের প্রস্তাব — কৃষিনির্ভর জনগণের নিরাপত্তা বাড়ানো দরকার। গ্রামাঞ্চলে ৩২ শতাংশে মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে আর শহরাঞ্চলে বেকারত্বের পরিসংখ্যান ৭.৬ শতাংশে। কৃষিনির্ভর জনগণের মাথাপিছু আয় খুবই কম এবং একই পরিমাণ জমির উপর নির্ভরশীল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হবে :

- উন্নতমানের কৃষি প্রক্রিয়া অবলম্বন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে
- ভৌগোলিক অঞ্চল অনুযায়ী কৃষির প্রচলন করতে হবে
- উন্নততর শস্য মিশ্রণ করতে হবে
- ধানের উৎপাদন পাঞ্জাব এবং কর্ণাটকের সমান বৃদ্ধি ঘটাতে হবে
- গ্রামীণ অর্থনীতিকে উৎসাহ জোগাতে এবং আরও বেশি পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধির

জন্য উন্নত বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষকদের সঠিক দাম দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে

- ধান এবং আলু উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের জমির উর্বরতা বজায় রাখতে হবে। দেখতে হবে যেন ধান এবং আলুর মজুত বৃদ্ধি পায়, বারো মাস তার জোগান ঠিক থাকে, কৃষক তার ন্যায্য পাওনা পায়। তা হলে কৃষকদের মধ্যে অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটবে না
- শস্য সংরক্ষণের জন্য জেলায় জেলায় ব্যাপক পরিমাণে কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন করতে হবে
- ভাগচাষিদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হবে
- গ্রামাঞ্চলে সড়ক এবং খালের জন্য বিনিয়োগ ১০ শতাংশ বাড়াতে হবে
- বন্যা নিয়ন্ত্রণে নদী-খাল সংস্কার করে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে
- বাজেটে সেচ ব্যবস্থার পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে
- কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের সমগ্র বিষয়টি সরকারকেই ঠিক করতে হবে
- ছোট এবং প্রান্তিক চাষিদের মালিকানার বিষয়কে কার্যকরী করতে হবে
- খাদ্যের স্বয়ম্ভরতার জন্য ডাল-তৈলবীজ উৎপাদনে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করতে হবে
- গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে
- এমএসপি-এর মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন এবং খাদ্য মূল্যের সঠিক বণ্টোবস্ত করতে হবে
- পিপিপি-কে উৎসাহিত করে সড়ক ব্যবস্থা এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে
- মুরগি পালন এবং পশুজাত উৎপাদন যেমন মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি বিষয়ে ডব্লুএইচও-এর নিয়ম অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ, অপচয় রোধ ইত্যাদি করতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয়কে সব দিক থেকে

গণতান্ত্রিক ও কাজের উপযোগী করে তুলতে হবে

- এই রাজ্যে ফুল, গৃহসজ্জার উপযুক্ত উদ্ভিদ, ঔষধি বৃক্ষ এবং লতাগুল্মের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে করার সুযোগ আছে। চাষিদের স্বার্থে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার
- এই রাজ্যে ফুল চাষ এবং ফুল রপ্তানির বিপুল সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে এটিকে একটি কর্মসংস্থানভিত্তিক কৃষি-শিল্পশাখায় পরিণত করা সম্ভব। আমরা সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করব।
- গ্রামীণ কৃষকদের স্বার্থে সবরকম কৃষিজাত দ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন করতে হবে
- কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদে উন্নত পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণ, যৌথ ব্যবসায়িক উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে দুগ্ধ প্রকল্প, পোলট্রি এবং খামার ব্যবসার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হবে

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক এবং কৃষির স্বার্থে কতকগুলি বিষয় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

- অসম্পূর্ণ ভূমি-সংস্কারের কাজকে সম্পূর্ণ করা এবং ভূমিহীনদের জমি দেওয়া
- সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করা
- স্থানীয় কর্মসংস্থানের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন ব্যবস্থা
- গ্রামীণ বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা-এর মধ্যে সততা, স্বচ্ছতা এবং সমতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এর জন্য ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগাবার জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

কৃষি গবেষণা

ভূমি মানচিত্র (Land Map) প্রস্তুতি :

সারা রাজ্যের কৃষি, অকৃষি, জলা, জল ও পতিত ভূমির বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করতে হবে এবং তা পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে হবে।

ভূমি ব্যাঙ্ক (Land Bank) গঠন :

নিম্নলিখিত রূপগুলি নিয়ে এই ব্যাঙ্ক গঠিত হবে।

১৮৯৪ সালের ঔপনিবেশিক জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী মা-মাটি-মানুষের সরকার কোথাও এক কাঠা জমি নেবে না। পশ্চিমবঙ্গে 'সেজ' চলবে না। নতুন কৃষি জমি নীতি তৈরি হবে।

- **বিক্রয়েচ্ছুক ব্যক্তির কাছ থেকে জমি ক্রয় :**
  এতে অশক্ত জমির মালিক বা জমি চাষ করায় সক্ষমতা বা সুযোগ নেই এমন জমির মালিক উপকৃত হবেন, তাছাড়াও আছে এমন জমির মালিক জমি বিক্রয় করলে অংশীদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত করে জমি ক্রয় করা হবে।

- **স্বেচ্ছায় দান**
  কল্যাণমূলক প্রকল্পে বিভিন্ন ব্যক্তির দান করা জমিকে কাজে লাগানো হবে।
- বিপুল পরিমাণ জমি সংক্রান্ত মামলা বছরের পর বছর ঝুলে আছে। ফলে, সরকারি কোষাগার থেকে মোটা অঙ্কের টাকা যেমন খরচ হচ্ছে, তেমনই নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে সে জমিগুলো কেউই ব্যবহার করতে পারছে না। এগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জমি সদ্ব্যবহার ভাবনা

- **জমি ব্যাঙ্ক থেকে যোগ্য প্রাপকদের খাস জমি প্রদান**
- **সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার**
- **জলাশয়ের ব্যাপক খনন ও সংস্কার সাধন**
- **বাস্তুহীন, গৃহহীনদের জন্য ক্লাস্টার বাসস্থান গড়ে তোলা**

পতিতপাবন পরিকল্পনা

চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, শারীরিকভাবে অক্ষম জমির মালিকের বাস্তু, জমি ও দোকানি চাষ জমি সাধারণভাবে পতিত থাকে। অথচ ওই জমিগুলিকে ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বর্গা রেকর্ডের ভয়ে জমির মালিক জমি ফেলে রাখেন, কিন্তু অন্য কাউকে চাষ করতে দিতে চান না। এই ধরনের প্রায় পতিত জমিকে জমির মালিকানা ও স্বত্ব অধিকৃত রেখে চাষ করতে ইচ্ছুক এমন চাষিদের শর্তসাপেক্ষে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি চাষ করানো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক। এক্ষেত্রে মালিককে উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ দেওয়া যেতে পারে।

সরল মালিকানা হস্তান্তর পদ্ধতি

জমি হস্তান্তরজনিত রেজিস্ট্রিকরণের সঙ্গে সঙ্গে সার্বিকভাবে মিউটেশন করা হবে। এর জন্য বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করা হবে।

পঞ্চাশহাজারী পুকুর খনন প্রকল্প

ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ দিনে দিনে ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় বৃষ্টির জলকে সংরক্ষণ করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার চেষ্টা বাড়াতে হবে। পানীয় জল ও চাষের জল ব্যাপকভাবে ব্যবহারের স্বার্থে ভূপৃষ্ঠস্থ বৃষ্টির জল ধরে রাখা জরুরি। তাই নতুন আওয়াজ **'পানি ধর-জল ভর'**। প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় মজে যাওয়া খাল ও নিকাশি নালা পড়ে আছে। অথচ এগুলিকে খনন করে জলাধার করা যায়। ব্যক্তিগত পুকুর, জলাশয়ে ব্যাপক খনন বা সংস্কার প্রয়োজন। তাই বছরে প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন একটি করে সারা রাজ্যে মোট অন্তত ৫০ হাজার পুকুর খনন এবং শতকরা দশ ভাগ মজে যাওয়া খাল/নিকাশি নালা সংস্কার প্রয়োজন। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুরে বিস্তীর্ণ শুষ্ক অঞ্চলের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

উন্নত বীজ ভাণ্ডার যোজনা

সারা রাজ্যে ব্লক বীজ গবেষণা কেন্দ্র ও কৃষি খামারগুলির পরিকাঠামো ভগ্নদশায়। বীজ খামারের কৃষি শ্রমিকদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি দিতে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়েছে।

তুলন, কলন ও শস্য কর্তনের সময় সরকারি নিয়মে শ্রমিকেরা ছুটি নেওয়ায় কাজ বিঘ্নিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ বীজ প্রকল্পে সার্টিফায়েড সৌম-II বীজ ব্যবহার করার কথা উল্লেখ আছে —যার গুণগত মান অত্যন্ত নিম্ন। কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও খড়্গপুর আইআইটি-কে এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব ভাগ করে ক্লাস্টারভিত্তিক কৃষি খামারের মাধ্যমে উন্নত বীজ উৎপাদনকে সম্প্রসারিত ও সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে শর্তসাপেক্ষে শ্রমশক্তির ব্যবহার করে সরাসরি কৃষি দফতরকেই বীজ উৎপাদনের দায়িত্ব নিতে হবে। সেমিনার মেথড থাকলেও আধিকারিকদের এলাকাভিত্তিক দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বীজগ্রাম (Village) প্রকল্পকে সার্থক করতে হবে।

ফসল বৈচিত্র ও বাণিজ্য বাড়ার পরিকল্পনা

আমাদের রাজ্যে চাল ছাড়া আনুষঙ্গিক সব খাদ্যশস্যই অন্য রাজ্য থেকে আনতে হয়। ধান উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে গম, ডাল জাতীয় শস্য, তৈলবীজ, মশলা জাতীয় উদ্ভিদ, পাট, ফুল-ফল ইত্যাদি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধি আবশ্যক।

বহুমুখী যোজনা

জেলা পরিষদের উদ্যোগে আবশ্যিকভাবে হিমঘরহীন জেলায় বছরে অন্তত একটি বহুমুখী সর্বাধিনায়ক হিমঘর গড়তে হবে।

- শস্য সংরক্ষণের জন্য হিমঘরের অভাব দূর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- গ্রামীণ হাট/বাজারের পরিকাঠামো উন্নত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
- কৃষি-বিপণন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

একলাখি সবুজ প্রকল্প

বছরে প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তত এক লক্ষ চারাগাছ লাগানোর ব্যবস্থা করবে ব্যক্তিগত জমি, সরকারি, রাস্তা, খাস বা অব্যবহৃত সরকারি জমি, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে। এই সবুজ সম্পদের মধ্যে অন্তত কুড়ি শতাংশ ভেষজ উদ্ভিদ হওয়া বাঞ্ছনীয়মূলক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ভেষজ উদ্ভিদের চাহিদা ও মূল্য অবশ্যই ঊর্ধ্বগামী। একটি সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ সালে ভেষজ সম্পদ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আসবে প্রায় ৩০ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক উদ্যান পালন প্রকল্প থাকা প্রয়োজন। সমবায় সমিতি বা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষিঋণ বা সরকারি অনুদানে ভেষজ উদ্ভিদ চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

গ্রামে এখন ৫/১০ কাঠা জমির মালিক অসংখ্য। চাষবাসে আল। বহু জমি আলে নষ্ট হয়। এই সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে। সরকার সারে ভর্তুকি দেবে। এতে কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে।

গম, আখ ও ডালের চাষে সরকার কৃষকদের বোঝাবে ও মদত দেবে। প্রতি মহকুমায় পাঁচ বছরে অন্তত পাঁচটি করে হিমঘর তৈরি করা হবে। তা হলে আলু, পটল, কপি, বেগুন, টম্যাটো, আম, কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা চাষ করে চাষিরা লাভবান হবেন। বিপন্ন বিক্রি (Distressed Sale) অতীতের বিষয় হবে।

শিল্প

শিল্পে একদিন বাংলা ছিল প্রথম। আর আজ শুধু নেই-নেই-নেই।
শিল্প গড়া আমাদের লক্ষ্য।

"কৃষি আমাদের অনুপ্রেরণা, শিল্প আমাদের চেতনা"।
"শিল্পে আমরা আনব সবুজ বিপ্লব"।

- কৃষিতে সবুজ বিপ্লব কথাটি পরিচিত। কিন্তু আমরা শিল্পেও সবুজ বিপ্লব আনতে চাই। এই সবুজ বিপ্লব মানে একদিকে পরিবেশবন্ধু, প্রকৃতি-বন্ধু শিল্প, অন্যদিকে সবুজ বিপ্লব মানে কৃষিভিত্তিক শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক কর্মসংস্থানমুখী শিল্প। আমাদের লক্ষ্য কৃষিতে সবুজ বিপ্লব এবং শিল্পেও সবুজ বিপ্লব।
- শিল্পাঞ্চল নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- শিল্প গড়ে তোলার জন্য আবেদনের সঙ্গে ২০০ দিনের মধ্যে Single Window

System-এর মাধ্যমে ঋণদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

- বৃহৎ শিল্প-মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ নীতি অবলম্বন করা হবে।
- শিল্প চালু রাখাই হবে আমাদের কাজ।

রাজ্যের গ্রামের বাজারে অন্য রাজ্যের তৈরি ধুতি, শাড়ি-সহ শিল্পপণ্য বিক্রি হয়। এখনকার সুতো কল, কাপড় কল বন্ধ। তাঁতিরা ধুঁকছেন। গত ৩০ বছরের এই ছবি আগামী পাঁচ বছরে পাল্টাবে। রাজ্যের নতুন সুতো কল, কাপড় কল তৈরিতে বেসরকারি উদ্যোগকে সরকার মদত দেবে। বহু ক্ষেত্রে পিপিপি মডেলও হবে। তাঁতিরা সুতোর জন্য মহাজনের দয়ায় থাকবেন না। তাঁতিদের নিয়মিত ন্যায্য মূল্যে সুতোর সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। পণ্য বিক্রির জন্য তাঁতিদের হতাশ হতে হবে না। গ্রামগঞ্জে মফস্বলে তন্তুজের শো-রুম খোলা হবে। তাঁত, হ্যান্ডলুম, পাওয়ার লুম-এর চাষিদের জন্য সুবন্দোবস্ত করা হবে।

রাজ্যের চটকলে চলছে সংকটের রাজত্ব। এর অবসান ঘটিয়ে চটশিল্পকে চাঙ্গা করা হবে। এর ফলে চাষিরাও উপকৃত হবেন। ধান, গম, চিনি, ডাল, আলু চটের বস্তায় থাকবে। সার, সিমেন্ট সিন্থেটিক বস্তায় থাকবে। তা হলে চটশিল্প ও পেট্রোশিল্প দুটোই বাঁচবে।

হোসিয়ারি, গামছা, মাদুর, তাঁত ইত্যাদির মতো ছোট ও কুটির শিল্পে লাখ লাখ মানুষ জড়িত। এই সব শিল্পকে পাঁচ বছরের মধ্যে চাঙ্গা করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগও যাতে লক্ষণীয়ভাবে বাড়ানো যায় তার জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ক্ষুদ্র শিল্পায়নে জোর দেওয়া হবে। পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিটি মহকুমায় অন্তত দশটি করে বড়, মাঝারি শিল্প গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। মূলত কৃষিভিত্তিক শিল্প হবে। প্রয়োজনে পিপিপি মডেল হবে। বেকারদের মুখে হাসি ফোটাতে তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গীকারবদ্ধ। কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

অসংগঠিত শ্রমিক

- স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র চালু করে তাদের পিএফ ও স্বাস্থ্যবিমার বিষয়টিকে ঐচ্ছিকভাবে বাধ্যতামূলক করা হবে।

অসংগঠিত শ্রমিককল্যাণ যোজনা

"পাবে মর্যাদা-পাবে অধিকার"

- বিড়ি শ্রমিকদের মতো অসংগঠিত শ্রমিকদের সচিত্র পরিচয়পত্র চালু করা দরকার যাতে পরিবহণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকার সাধ্যমতো সুযোগ প্রদান করতে পারে।

গ্রামীণ ও কুটির শিল্পে পুনর্জাগরণ

- সূচিশিল্পের মতো কামার, কুমোর, মাদুর, বাসন, লাক্ষা প্রভৃতি শিল্পেরও পুনর্জাগরণ প্রয়োজন।
- কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য বাণিজ্যিক নয়, নির্দিষ্ট মূল্যের বিদ্যুৎ, জল

দেওয়া দরকার।

- কুটির শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদেরও পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে।
- কুটির শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের পিএফ এবং স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনা ঐচ্ছিকভাবে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে উৎপাদন ও বিপণনের স্বার্থে সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ বড় শিল্পগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ আবশ্যক।

এ সব করলেই রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। রাজ্যের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। কিন্তু সিপিএম সরকার রাজ্যের ঋণ প্রায় দু'লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড় করিয়েছে। সিপিএমের নেতৃত্বে এই আর্থিক দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে পড়া সরকারের অর্থনীতিকে মা-মাটি-মানুষের সরকারের উদ্যোগে চাঙ্গা করতে হবে।

হা-হুতাশ করে লাভ নেই। সিপিএম বাংলার স্বার্থ দেখেনি। দলের স্বার্থ দেখেছে। মা-মাটি-মানুষের সরকার দায়িত্ব নিয়ে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবে। মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করবে।

কৃষির পাশাপাশি বড়, মাঝারি, ছোট ও কুটির শিল্পে বিরাট ও ব্যাপক বিকাশ ঘটানো হবে পাঁচ বছরে। বিকাশ হবে পরিকল্পিত ও সুষম।

মা-মাটি-মানুষের সরকার চাইবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আয়কর ও কর্পোরেট কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ টাকা নিয়ে যায় তার ৫০ শতাংশ যেন রাজ্য সরকারকে দেয়। তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনের ইস্তাহারেও এ-কথা বলেছিল। এই দাবি আদায় করতে পারলে রাজ্যের মোট আয় অনেক বৃদ্ধি পাবে। এই সমস্ত দাবি আদায়ে মা-মাটি-মানুষের সরকার অর্থ কমিশনকে বলবে।

শহর এলাকার বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের মাথা গোঁজার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। মাথার উপর ছাদ যে মানুষের অধিকার, এটা মা-মাটি-মানুষের সরকার মানে।

শিল্পনীতি প্রসঙ্গে সরকারের ভূমিকা
অনেক আর্থিক বিনিয়োগ ও শিল্প স্থাপন হবে
কর্মসংস্থানে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হবে।

- পরিকল্পিত শিল্পায়ন ব্যবস্থা—পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ ও প্রাণিসম্পদের সঠিক ব্যবহার।
- রাজ্য সরকারের কর্তব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অতীতের সাফল্য পুনরুদ্ধার।
- পশ্চিমবঙ্গের উর্বর জমি, ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা, বাজার ইত্যাদি পরিবহন ব্যবস্থা, উন্নয়নের সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে একশোভাগ সাফল্য লাভ করতে পারে।
- কৃষকদের স্বার্থরক্ষার সব থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা বর্তমানে রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার।
- স্বাধীনতা লাভের পরে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিব্যবস্থা অবনতি হওয়া সত্ত্বেও এই রাজ্যে ১৯৬০ সালের হিসাবে মাথাপিছু জিডিপি সর্বোচ্চ ছিল। ১৫.৮ শতাংশ কারখানা (সারা দেশের মধ্যে), ২৪ শতাংশ জিডিপি এবং কর্মসংস্থান করত।
- গ্রামে ৬৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল (১৯৭৩), সারা দেশে ছিল ৫৬ শতাংশ।
- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে দশম স্থানে।

- আসাম, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং ওড়িশার মতো পশ্চিমবঙ্গেও কয়লা, সিলিমানাইট, ডলোমাইট ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ত্রিশটি রাজ্যের মধ্যে খনিজ দ্রব্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সপ্তম, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে Regional Mineral Development Policy তৈরি করে রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব।
- শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য সর্বোচ্চ।

পশ্চিমবঙ্গের দেশমাতৃকা আজ অসম্মানিত, তার পবিত্রতা বিপন্ন।
"অধোগতির ঝোঁকে প্রগতির বিসর্জন"—এটাই বোধহয় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির সঠিক বর্ণনা।

যে বিষয়ে আশু সংশোধন প্রয়োজন

- পুলিশি তদন্ত ব্যবস্থা আজ সঙ্কুচিত। বিচার আজ নিছক প্রহসনে পর্যবসিত। সমাজে নৈরাজ্য এবং ভয় বেড়েই চলেছে।
- ১৯৯৪ সাল থেকে বামফ্রন্ট সরকার তাদের নিজস্ব শিক্ষায়নের নীতি চালু করে। তাদের অযোগ্য এবং ভ্রান্ত শিক্ষানীতির ফলে রাজ্যের অগ্রগতির বদলে হয়েছে অবনতি।
- রাজ্যে শিল্পের অগ্রগতির মূল্যায়ন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। মোট উৎপাদন আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কর্মসংস্থান এবং আয়, বিদেশি বিনিয়োগ ইত্যাদির ফলে সমগ্র শিল্পনীতি রাজ্যবাসীর কাছে একটি ব্যর্থতার নজির।
- সরকারের অযোগ্য শিল্পনীতি শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি, এই রাজ্যের প্রতিভা চলে যাচ্ছে অন্য রাজ্যে, অন্য দেশে। বাইরে চলে যাওয়া ছাত্র-যুবকদের বাংলায় ফিরিয়ে এনে তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে হবে।
- বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি তোষণ নীতির সঙ্গে হিটলারের 'নাৎসি জার্মানি'র সাদৃশ্য পাওয়া যায়, হিটলার একইভাবে কতিপয় শিক্ষানীতির সাহায্যে জাতীয় শিক্ষাকে ধ্বংস করেছিল।
- মোট কথা, বামফ্রন্ট সরকারের অপদার্থতায় রাজ্যের অর্থনীতি এবং বড় পুঁজিপতি, প্রোমোটার—এদের হাতে চলে গিয়েছে। তৈরি হচ্ছে 'স্পঞ্জ আয়রন' অথবা 'কেমিক্যাল হাব'-এর মতো পরিবেশ ক্ষতিকারী মারণ প্রকল্প।
- অবাধে চলছে কৃষকদের জমি লুণ্ঠনের কাজ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে একদিন উঠে দাঁড়াতে হবে, অত্যাচার এবং শোষণের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে, নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "ওঠো, জাগো, যতক্ষণ না সাফল্য আসে ততক্ষণ অবসর নাই।"

- সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটি জনহিতৈষী সরকার গঠন। যে সরকার কৃষক, শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করবে, জমির উৎপাদন বাড়াবে। সম্ভাবনাময় যে সমস্ত শিল্পগুলি অবহেলিত সেগুলিকে যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্প ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করবে। দারিদ্র দূরীকরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।
- সিঙ্গুরের ঘটনা থেকে এই শিক্ষা নিতে হবে যে, কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়, জনউন্নয়নমুখী বিনিয়োগ ব্যবস্থা যথার্থ অর্থনৈতিক অগ্রগতি আনতে পারে।
- গ্রামাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্রামীণ শ্রমিক ও কৃষকদের আয়বৃদ্ধি ঘটাতে হবে।
- জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দল এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থে জমি দখল করে ব্যবসা বা শিল্পায়ন হয় না। তৃণমূল কংগ্রেস অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি বলপূর্বক দখল করায় বিশ্বাস করে না। বামফ্রন্ট সরকার শিল্পায়নের নামে রাজ্যজুড়ে এই কাজটি করে চলেছে। পরিণতিতে শিল্পায়ন কয়েক দশক পিছিয়ে গিয়েছে।
- নতুন জমিনীতি তৈরি হবে।
- শিল্পায়নের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে সুচিন্তিত সুষম উপযুক্ত গবেষণাভিত্তিক এবং সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা সংবলিত পরিকল্পনা গ্রহণ।
- সিঙ্গুরের ঘটনা থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ যেতে পারে যে, কোনওরকম শিল্প স্থাপনের জন্য কৃষিজমি দখল করা উচিত নয়। কৃষির ক্ষতিসাধন করে অন্য কোনও উৎপাদনই কৃষকদের অথবা রাজ্যবাসীর পক্ষে লাভজনক হবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ এবং বিরোধিতার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের এই ধ্বংসাত্মক শিল্পনীতি সিঙ্গুরে কার্যকর হয়নি। অনড় রাজ্য সরকার গায়ের জোরে, ক্ষমতার দম্ভে জনমতকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিল।
- আমাদের উচিত হবে, যে কোনও ধরনের জমি অধিগ্রহণের সময় জমির মালিকের স্বার্থ এবং উৎপাদন ব্যবস্থা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কোনও জমি-জমির মালিক বা কৃষকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জমি অধিগ্রহণ নয়।
- পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রস্তাবিত শিল্পায়ন সম্ভব স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন বস্ত্র সামগ্রীর উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে।
- এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ করব, জমি অধিগ্রহণের পুরনো আইন (১৮৯৪)-কে জনস্বার্থে সংশোধনের জন্য।

নতুন সার্বিক জমিনীতি তৈরি করা হবে

- তৃণমূল কংগ্রেস সরকার অবশ্যই শিল্পায়নের জন্য সেই সকল জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করবে যেগুলি আদৌ চাষযোগ্য নয় এবং তার জন্য তৈরি করবে একটি যথার্থ এবং পূর্ণাঙ্গ 'ল্যান্ড ব্যাঙ্ক'।
- শিল্পের জন্য উপযুক্ত জমির মানচিত্র তৈরি করা হবে সঠিক পদ্ধতিতে, যাতে জমির পরিমাণ, অবস্থান এবং তার ভিত্তিতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমাদের লক্ষ্য হবে জমিহারা মানুষেরা যাতে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার সুফলের অংশীদার হতে পারে।

- ★ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষা করা এবং জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করার জন্য অনুমোদনগুলি যথাস্থানে যথাসময়ে পৌঁছে দিতে হবে। তা হলে রাজ্য এবং রাজ্যের নাগরিকগণ বঞ্চিত হবেন না।
- ★ অধিকৃত জমিগুলির নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তা হলে সেইসব জমির উপর নির্মিত শিল্পগুলি জনগণের স্বার্থে রক্ষিত হবে।
- ★ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলিতে তথ্য আদান-প্রদানের সুবন্দোবস্তের ব্যবস্থা করতে হবে, যার মাধ্যমে জানা যাবে জমির গঠন (বাস্তবিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে), জমির ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থা এবং শস্য সংগ্রহ।
- ★ এই তথ্যনির্ভর পরিকল্পনা বা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে ৩/৪ বছর সময় লাগবে। এর ফলে জমির রেকর্ড রক্ষার জন্য বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে 'ই-গভর্নেন্স' ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকবে।
- ★ আমরা বিশ্বাস করি, এর ফলে যাঁরা নিজেদের জমি শিল্পায়নের জন্য দেবেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে একটি রাষ্ট্রীয় সমতাসূচক তৈরি করা যাবে।
- ★ রাজ্যে জমির চাহিদা আছে। তার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জমির সঠিক মানচিত্র প্রয়োজন। ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের নামে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিল্পায়নের নামে মানুষকে ঠকানোর অভ্যাসকে বাদ দিতে হবে।
- ★ এর জন্য ২০০৮-০৯-এর 'রাজ্য ভূমি ব্যবস্থা সংস্থা'-এর 'গ্রামীণ স্তরে জমি সংগ্রহ এবং ব্যবহারের পরিসংখ্যান'-এর অধীনে উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলির উন্নয়ন সাধন।
- ★ কোনও অবস্থাতেই বা কোনও অজুহাতেই সরকার জমি বা আবাসন ব্যবসার জন্য কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জমি অধিগ্রহণ করবে না।
- ★ তৈরি করতে হবে 'বেঙ্গল ল্যান্ড ব্যাঙ্ক অথরিটি', তার পরিচালন ব্যবস্থায় জমি সম্বন্ধিত সকল মানুষের প্রতিনিধিরা থাকবেন।
- ★ 'বেঙ্গল ল্যান্ড ব্যাঙ্ক অথরিটি'কে পরিকল্পনা নির্মাণ, বাস্তবায়ন, অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের (সমস্ত বিভাগ থেকে) দ্বারা পরিকল্পনা নির্ধারণ, ভবিষ্যৎ শিল্পায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি জমির চিহ্নিতকরণের কাজকর্ম দেখাশোনার অধিকার দেওয়া থাকবে। এই কাজ তারা করতে পারবে— (ক) তথ্য পর্যবেক্ষণ, (খ) জমির স্থানগত চিহ্নিতকরণ, (গ) পরিকাঠামোগত উন্নয়ন (ঘ) জমির মিশ্র প্রণালী ব্যবহারকরণ—এ সবের মাধ্যমে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখার মধ্যে থাকবে—
- ★ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সব থেকে প্রয়োজন শিল্পের জন্য অনুকূল এবং যথেষ্ট জমির জোগান। (২) জমি পাওয়ার উৎস বাজার দর ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করবে। (৩) কোথায় জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এবং ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের প্রশ্নে একশোভাগ স্বচ্ছতা এবং সতর্কতা গ্রহণ করা হবে।
- ★ শিল্পের জন্য ব্যবহার করা হবে যে জমি তার জন্য একটি স্বচ্ছ 'ভূমি নীতি' গ্রহণ করা হবে। যার মধ্যে থাকবে কারখানার জন্য সঠিক জমি চিহ্নিতকরণ। মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা। ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি এবং প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর দায়িত্ব নির্ধারণ। কিন্তু সর্বাগ্রে চেষ্টা হবে সম্ভাব্য বন্ধ ও রুগ্‌ণ কারখানাকে বাঁচিয়ে তোলা।

পশ্চিমবঙ্গের ৫৬ হাজার বন্ধ কারখানার ৪৪ হাজার একর জমিতে হয় আগের কারখানার পুনরুজ্জীবন, নয়তো নতুন কারখানা করার উদ্যোগ নিতে হবে। অর্থাৎ, 'শিল্পের জমিতে শিল্প'—এই নীতিতে কাজ হবে।

★ আদর্শগতভাবে আমরা একফসলী জমিগুলো নেওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত বা অধিগৃহীত কৃষকদের প্রস্তাবিত পরিকল্পিত শিল্পোৎপাদনের লভ্যাংশের অংশীদার করার বিষয়টি বিবেচনা করব।

বিনিয়োগ হোঁচট — অর্থনীতি রসাতলে

★ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় রাজ্য বাজেটে পরিসংখ্যান দিয়ে বামফ্রন্ট স্বীকার করেছে বিনিয়োগে অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং উত্তরপ্রদেশের অনেক পিছনে পড়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ। এক্ষেত্রে তালিকার শীর্ষে অন্ধ্রপ্রদেশ (১৩৮০৫ কোটি), গুজরাট (৭৮৯৮১ কোটি), কর্ণাটক (২০৬৮৪ কোটি), মহারাষ্ট্র (৪৪০২৬ কোটি) তামিলনাড়ু (২৫৭৫১ কোটি), উত্তরপ্রদেশ (৩৫১১৭ কোটি) এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পরিমাণ যে কত করুণ তা পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বোঝা যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ নিয়ে যতই ঢাক পেটানো হোক, পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ মাত্র ১৩৬৫০ কোটি। যা তুলনায় অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক কম।

★ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দেওয়া নানা পরিসংখ্যানে একথাই বারবার প্রমাণ করেছে, পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পরিকাঠামো খুবই শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

★ ভারতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতে যুক্ত হতে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন বেসরকারি বিনিয়োগ। সরকারি কাঠামোকে খুঁটি রেখে অনিবার্য সুরক্ষিত করে সম্পদ, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে যথাযথ নীতির মাধ্যমে এই বেসরকারি লগ্নিকে কাজে লাগানো হবে।

★ নেশার সামগ্রীর ব্যবসা বা [illegible] বামফ্রন্ট সরকার অন্তর্ঘাতের সঙ্গে গোপন আঁতাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে।

★ আমাদের পর্যালোচনায় আমরা বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের অন্ধকারের অধ্যায় দেখতে পাচ্ছি।

এখনও কয়েকটি শিল্পক্ষেত্রে উজ্জীবনের সম্ভাবনা বর্তমান। সেগুলি হল—

(১) লৌহ এবং ইস্পাত (২) জুট ও টেক্সটাইল এবং চা শিল্পসহ কৃষিভিত্তিক শিল্প (৩) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (৪) অটোমোবাইল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ৫) সিমেন্ট, ৬) পরিবহন ও পর্যটন শিল্প (৭) চর্ম ও চর্মজাত শিল্প (৮) তৈল প্রযুক্তি (৯) রত্ন ও স্বর্ণালঙ্কার শিল্প (১০) তাঁত শিল্প (১১) কর্মসংস্থানকারী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (১২) প্রচারমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তির শিল্প (১৩) বিদ্যুৎ শিল্প (১৪) যন্ত্র তৈরির ভারী শিল্প

বাম জমানাতে বাংলা আজ দেউলিয়া
অর্থনীতিকে একেবারে দেউলিয়াতে পরিণত করা হয়েছে

* বাংলার অর্থনৈতিক চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। বাংলার অর্থভাণ্ডারের দেওয়ালে যেন সিঁদ কাটার চিহ্ন। রহস্যজনক এই শূন্য ভাণ্ডারে তস্কর বৃত্তির কারচুপি লক্ষ করলে ধরা পড়ে।

আর্থিক অনিয়মের অপকীর্তিগুলি যেভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে
তা প্রতারণা হিসেবে উল্লেখিত হতে পারে

* রাজ্য বিধানসভায় ২০১০ সালের বাজেটে বামফ্রন্ট সরকারের সরকারি অর্থের তছরুপ বৃত্তান্ত ট্রেজারি কেলেঙ্কারি ধারাবাহিকভাবে চলেছে, রাজ্য অর্থনীতির শ্বেতপত্র প্রকাশিত হলে এই তথ্য ধরা পড়বে।
* রাজ্যের করদাতা জনগণের অর্থ তছরুপের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমনের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে রাজ্য সরকার।

আমাদের উদ্যোগ হবে কলকাতাকে লন্ডন, হংকং, সিঙ্গাপুরের মতো একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা।
রফতানি শিল্প ও পরিষেবা কাঠামো সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ হবে আমাদের লক্ষ্য।

* পশ্চিমবঙ্গ চা-শিল্প রফতানিতে অগ্রণী।
* আমরা কর্মসংস্থানমূলক শিল্পায়নের সমর্থক এবং আর্থিক সম্পদ প্রবাহ সৃষ্টিতে আগ্রহী।
* আমাদের উদ্যোগ হবে অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণিকে ট্রেড ইউনিয়নের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা এবং তাদের ও তাদের পরিবারের মানুষদের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা সংরক্ষিত করা।
* সম্প্রতি কলকাতা পুর এলাকার মধ্যে শ্রমিক/কর্মচারীর বিমা প্রকল্প চালু করা হয়েছে, তাকে আরও সম্প্রসারিত করা।
* চা ও পাট শিল্পের পুনর্যৌবন ফিরিয়ে আনতে ৬ মাসের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের এক টাস্কফোর্স নিয়োগ করে রুগ্ন শিল্প গুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। এই শিল্পে শ্রমিক-কর্মচারী দুরবস্থার অবসান ঘটানো হবে শিল্পের পুনরুজ্জীবনে।
* বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

স্থানীয় বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য বোর্ড গঠন করে বিশেষ তৎপরতা গ্রহণ করা। উন্নততর কর্মসংস্থানের জন্য এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক গঠন করা হবে।

★ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির কারিগরদের স্বার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁত শিল্পের বাজার তৈরি করে হস্তশিল্প ও পেশাদার শিল্পীদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে।

★ রুগ্ণ শিল্পগুলির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে হবে এবং এই শিল্পের অবক্ষয়ের কারণগুলিকে খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। বন্ধ কারখানাগুলির যেগুলিকে পুনরুজ্জীবন সম্ভব সেগুলিকে যথাযথভাবে পুনরুজ্জীবিত উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিল্পের জন্য জমিকে শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে। যাতে সেই জমি কোনও পরিস্থিতিতে রিয়েল এস্টেটের জন্য বাণিজ্যিকভিত্তিতে ব্যবহার করা না হয়।

★ পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটিয়ে রাস্তা, রেল, বন্দর এবং দূরভাষ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। গ্রামীণ পথঘাটের উন্নতি এবং গ্রামের বিদ্যুতায়ন করতে হবে।

★ জৈব প্রযুক্তি, গবেষণা, শারীরবিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞানকে উন্নত করতে হবে। এই সঙ্গে বিনোদন ও প্রচারমাধ্যমে বিনিয়োগ করে প্রয়োজনীয় জনমতকে সৃষ্টিশীল করা একান্ত দরকার।

★ **উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ** ব্যবস্থাকে উন্নত করে দুই বঙ্গের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজ তৈরি করে দার্জিলিং জেলার পর্যটন, হস্তশিল্প, চা-শিল্পের পরিকাঠামোর উন্নতি করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নেবে।

শিক্ষা

শিক্ষার অবস্থা বেহাল। প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামো বিপর্যস্ত, উচ্চশিক্ষারও একই হাল। শিক্ষায় দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশকে আধিপত্য দিয়ে সর্বনাশ করেছে সিপিএম। সর্বশ্রেণির মেধাসম্পদের প্রকৃত বিকাশের আদর্শ পরিবেশ তৈরি করতে রাজ্য সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। গোটা শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি স্তরে নেতিবাচক প্রক্রিয়াগুলিকে বদল করে ইতিবাচক পথে আনা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সংস্কারের রূপরেখা

নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে

★ পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতিগ্রস্ত বামফ্রন্ট সরকারের জমানাতে আমাদের রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা তার অতীত ঐতিহ্য থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে। নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো তৈরি হবে।

★ প্রাক স্বাধীনতা যুগে ভারতে বাংলায় প্রথম জাতীয়তাবাদের চিন্তা-মননের উন্মেষ ঘটেছিল। বাংলার ঐতিহ্য সমৃদ্ধ অতীতে সারা ভারতে প্রথম যুবকদের যুক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রবর্তন হয়।

★ বাংলাই প্রথম প্রত্যক্ষ করেছে সমাজ সংস্কার আন্দোলন 'রেনেসাঁ'-কে। দেখেছে নবযুগের যুবকদের 'ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট'-এর প্রদীপ্ত আত্মবিশ্বাস। ভারতে পাশ্চাত্য উদার শিক্ষার প্রথম আলো উদ্ভাসিত হয়েছিল অতীতে এই বাংলায়।

★ সারা বিশ্বের চিন্তা-মনন ও প্রজ্ঞার বিভিন্ন শাখাতে বাংলার প্রতিভার অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বাংলায় একদা স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, তারাশংকর, জীবনানন্দ, জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এ যুগে সত্যজিৎ রায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব আজও পশ্চিমবঙ্গের গর্ব।

★ স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে পশ্চিমবঙ্গের গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষা-সংস্কৃতির অধ্যায় দুর্নীতি ও দুর্বৃত্ত প্রভাবিত বামফ্রন্ট সরকারের কবলে শিক্ষার মান ভীষণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পার্টি নির্দেশিত পাঠক্রম সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এক ফ্যাসিস্ত মানসিকতার জিঘাংসা প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটেছে।

★ জেলাস্তরের পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার বেহাল অবস্থার জন্য দায়ী শিক্ষা দফতরের প্রশাসনিক অপদার্থতা। প্রাথমিক শিক্ষার পরিদর্শক, মাধ্যমিক শিক্ষার পরিদর্শক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরিদর্শকদের জন্য শিক্ষার মান উন্নত হতে পারেনি। শারীরশিক্ষা, সংস্কৃতি শিক্ষার মানের কোনও উন্নতি ঘটেনি, শুধুমাত্র প্রশাসনিক ব্যর্থতায়। নতুন সরকার এলে নতুন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হবে। মাদ্রাসা, জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসা তৈরি হবে।

উচ্চতর শিক্ষা
আমাদের ভাবনা

★ প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠিত করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

★ কোঠারি কমিশন রিপোর্ট এবং সাম্প্রতিককালের যশপাল কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী উচ্চতর শিক্ষা পুনর্গঠন ও উজ্জীবিত করা প্রয়োজন।

(১) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার পঠন-পাঠনে উপযুক্ত শিক্ষকের ঘাটতি পূরণ
(২) উচ্চতর শিক্ষার গবেষণা
(৩) দ্রুত কলেজগুলির অনুমোদনের ব্যবস্থা
(৪) স্নাতকদের কর্মসংস্থান
(৫) পুরনো পরিচালন ব্যবস্থার অবসান
(৬) পরিকাঠামোগত আর্থিক ঘাটতি মেটানো
(৭) পাঠক্রম পরিবর্তন
(৮) পরীক্ষা ব্যবস্থা
(৯) শিক্ষার মান
(১০) রাজনীতিকরণ
(১১) ক্রমবর্ধমান দুর্বৃত্তায়ন

স্বাস্থ্য

অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা পশ্চিমবঙ্গে নিম্নবিত্ত শ্রেণির জীবনে এক অশনি সংকেত নিয়ে এসেছে। গ্রামীণ-দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ১০টা নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হবে পশ্চিমবাংলায়। সব সদরে ও জেলায় উন্নতমানের হাসপাতাল তৈরি হবে।

সকলের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হবে

★ স্বাস্থ্য পরিষেবা মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গে প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত (১০০০০০-এ) ১৯৪, তুলনায় মহারাষ্ট্রে কম ১৪৮। শিশুমৃত্যুর হার পশ্চিমবঙ্গে ১০০০-এ ৩৮। সেখানে এই মৃত্যুহার ত্রিপুরাতে কম।

জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য প্রকল্পের সার্ভে অনুসারে শোচনীয় তথ্য প্রকাশিত হয়েছে—

- ★ পশ্চিমবঙ্গে দুই-তৃতীয়াংশ পরিবারের পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয় টিউবওয়েল থেকে।
- ★ যদিও শিশুমৃত্যুর হার সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে কম হলেও ১৪টি রাজ্য থেকে বেশি।

অন্যদিকে রয়েছে রাজ্যের সহায়তায় বেসরকারি বিনিয়োগের লাভবান অংশে উচ্চমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা।

- ★ চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি জনস্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের জন্য জরুরি-ভিত্তিতে 'বিশেষজ্ঞ পরিষদ' তৈরি করতে হবে যাদের কাজ হবে পরিষেবার বিষয়টি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরামর্শ দেওয়া।
- ★ জেলায় জেলায় ব্লকভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টি কীভাবে উন্নত করা যায় তার পরামর্শ দেওয়া এবং তদারকির জন্য নিযুক্ত থাকবে একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল।
- ★ এন আর এইচ এ খাতে বিনিয়োগের সুফল নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।
- ★ অনুন্নত শ্রেণির মানুষদের জন্য বিশেষ হাসপাতালগুলিতে শয্যা সংরক্ষণের জন্য সরকার চেষ্টা করবে।
- ★ নিঃস্ব এবং বয়স্ক নাগরিকদের জন্য বৃদ্ধাবাসগুলির উন্নয়নকল্পে সরকার উদ্যোগী হবে।
- ★ জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ ও কঠিন বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দূষণ রোধ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান পানীয় পদার্থগুলির সদ্ব্যবহার।
- ★ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো ও পরিষেবার মানোন্নয়ন।
- ★ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার ও কর্মচারীদের মধ্যে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা নির্ধারণ ও মূল্যায়ন।
- ★ সারা রাজ্যে গ্রামীণ মানুষদের জন্য হেল্থ কার্ডের প্রবর্তন এবং প্রত্যেক মহকুমা হাসপাতালে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট চালু করা।

তৃণমূল স্বাস্থ্য পরিষেবা যোজনা

- ★ গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।
- ★ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিকাঠামো অধিকতর চিকিৎসার সুযোগযুক্ত এবং মহকুমা হাসপাতালে Intensive Care Unit (I.C.U.)-এর সুবিধা থাকলে জেলা ও রাজ্য হাসপাতালে ভিড় এড়ানো সম্ভব।
- ★ সদর সহ উপ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কুকুর কামড়ানো ও সাপে কামড়ানো ওষুধসহ বিভিন্ন জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহের অর্থ বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে মজুত থাকবে।
- ★ বিভিন্ন স্তরে হাসপাতালে যেসব যন্ত্রপাতি আছে, যেসব যন্ত্রপাতি সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি চালানোর জন্য লোক নিয়োগ করা কিংবা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং সেগুলি খারাপ হলে দ্রুত সারানোর দায়বদ্ধতা সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।

* সর্বোপরি সব শ্রেণির স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, চিকিৎসা পরিষেবা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়গুলির দায়ভার নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিংবা কমিটির উপর বর্তাবে।

পূর্ববর্তী সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অবস্থা অতি দুর্বল করে দিয়েছে। ব্লক, মহকুমা, জেলা থেকে রাজ্যের রাজধানী সর্বত্র সরকারি হাসপাতালের পরিষেবার মান খুবই খারাপ। মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ৫ বছরের মধ্যেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল ফিরবে। ডাক্তার, নার্সদের বাড়ি যে ব্লকে সেখানেই তাঁদের নিয়োগ করা হবে। বদলি হতে হবে না। তাহলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হবে। ওষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম সরকার ঠিক করে দেবে। পরিষেবার কাজে অবহেলা করলে নাগরিকদের সবটা জানিয়ে সরকার দোষীদের কঠোর শাস্তি দেবে।

★ সকলের জন্য স্বাস্থ্য এ প্রকল্প সব জেলায় দ্রুত চালু হবে।

সংস্কৃতি

৩৫ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের জমানায় বঙ্গসংস্কৃতির কোনও উন্নয়ন তো নয়ই, উপরন্তু সংস্কৃতি ও গুণীজনদের অবজ্ঞা করবার অনেক কিছুই নজরে এসেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবর্ষে আমাদের বাংলার নবজাগরণকে আবার পাথেয় করে বঙ্গসংস্কৃতির মানকে সারা পৃথিবীতে তুলে ধরতে হবে। রবীন্দ্রভাবনা ও দর্শনকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে মা-মাটি-মানুষের সরকার একগুচ্ছ অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। রবীন্দ্র-নজরুলের চিন্তাধারাকে আরও উন্নত দিকে তুলে ধরবার জন্য এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মধ্যে সংস্কৃতি চেতনাকে নিয়ে একযোগে আমাদের সরকার কাজ করবে। শিল্প-সাহিত্যপ্রেমীদের সবচেয়ে প্রধান কেন্দ্র কবিগুরুর চিন্তাধারাকে দিয়েই গড়ে উঠবে বাংলায়। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের নামে তৈরি হবে সংস্কৃতির গবেষণাগার।

শিল্প সাংস্কৃতিক উৎসব কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। জেলায় জেলায় যাত্রা-থিয়েটার নাটক, ছোট পত্রিকা, নৃত্য, সঙ্গীত ও কলাকে কেন্দ্র করে জেগে উঠবে বাংলা। সংস্কৃতিপ্রেমী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এর জন্য গড়ে উঠবে বিশেষ কমিটি। যাঁরা মা-মাটি-মানুষের সরকারকে এ ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ দেবেন। ২০০ দিনে নাট্যকর্মীদের জন্যও তাঁদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা (আর্থিক প্যাকেজ) তৈরি হবে। এর মধ্যেই তৈরি হবে বাংলার সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিকল্পনা। সংস্কৃতি কর্মীদের/নাট্যকর্মীদের জন্য পরিকল্পনা হবে। চলচ্চিত্র শিল্পকে দেবে বাংলা নতুন মর্যাদা। টলিউড পাবে তার প্রাপ্য সম্মান।

* বাংলায় তৈরি হবে Film City, উন্নত মানের চলচ্চিত্র তৈরি করবার জন্য থাকবে সরকারি সম্পূর্ণ সহযোগিতা।
* 'State Film Awards' ঘোষণা হবে টেকনিক্যাল ও সিনেমার সঙ্গে যুক্ত প্রতিভাদের জন্য।
* কলকাতায় আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র উৎসব হবে।
* বিশেষ প্যাকেজ দেওয়া হবে বাইরের প্রযোজক বাংলায় চলচ্চিত্র উন্নতি করবার ও ছবি তৈরি করবার জন্য।
* Pension Plan Scheme তৈরি করা হবে কর্মচারী-সিনেমার সঙ্গে যুক্তদের জন্য ৫০-৫০ Contributary পার্টিসিপেশনভাবে।

স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২০১৩ সালে বাংলা গ্রহণ করবে এক

আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা।

বাংলা সিনেমার হাল গত ৩৪ বছরে ক্রমশই খারাপ হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অভাবে। দক্ষ, যোগ্য বাঙালি পরিচালকরা ছবির উন্নতমানের জন্য প্রযুক্তিগত সাহায্য পেতে চেন্নাই, মুম্বই ছুটছেন। এতে খরচ বাড়ছে। নতুন সরকার এসে বাংলা সিনেমা শিল্পের এই দুরবস্থা দূর করবে। চেন্নাই, মুম্বইয়ে যে প্রযুক্তি আছে টালিগঞ্জেও তা থাকবে। সত্যজিৎ রায় ও মহানায়ক উত্তমকুমারের টালিগঞ্জ ফের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর দশকের থিয়েটার ও গ্রুপ থিয়েটার ছিল বাংলার গর্ব। নব্বই দশক থেকে তার হাল খারাপ হতে থাকে। কারণ সরকার অনুগ্রহভাজন থিয়েটার গ্রুপকে অনুদান দিয়ে মাথা কিনে নিতে থাকে। ফলে থিয়েটারের বক্তব্যে সরকারের ভজনাই মুখ্য দিক হয়ে ওঠে। আঙ্গিকও দুর্বল হয়। তারপর নতুন শতকের গত দশ বছরে মানুষ টিভি সিরিয়ালে আকৃষ্ট হয়। নতুন সরকার গ্রুপ থিয়েটার-সহ যাত্রা, লোকগান, আদিবাসী নৃত্য, গম্ভীরা, আলকাপ এমন সব গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি চর্চা জোরদার করবে।

সাহিত্য, সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রক্ষায় জাতি ও দেশের কাছে আমরা দায়বদ্ধ। কথাশিল্প, নাটক, সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পের প্রসার ও সুষ্ঠু সংরক্ষণ আমাদের পবিত্র কর্তব্য। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বিদ্যাসাগরের কালজয়ী সৃষ্টিকে রক্ষা করতে হবে। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শে বাংলার শিল্প, সাহিত্য, কবিতা, সঙ্গীত, নাটক ও স্থাপত্যের মর্যাদা ও ঐতিহ্যের বাস্তবায়ন করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের চিরন্তন এবং স্বকীয় সত্তার সংরক্ষণ করে এই রাজ্যের কৃষ্টি, লোক-সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

★ বাংলার সনাতন সংস্কৃতির সংরক্ষণ করতে হবে।
★ সাঁওতালি ভাষা ও অলচিকি লিপি (অক্ষরমালা)-কে যথাযথভাবে কাজে লাগানো হবে।
★ সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষিত হবে।
★ মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য উন্নত বেতন কাঠামো করা হবে।
★ উর্দুভাষাকে মর্যাদা দিয়ে যেসব এলাকায় ১০ শতাংশ উর্দু ভাষার মানুষ আছেন, তাঁদের দ্বিতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে।
★ জেলায় জেলায় ও জাতিসত্তার মানুষের নিজস্ব সব ভাষাকে গুরুত্ব, শিল্প সংস্কৃতিকে মর্যাদা দেওয়া হবে।
★ উদ্বাস্তু মানুষদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে সম্পূর্ণভাবে।

সুশাসন

সাম্য এবং সততাই হবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থার ভিত্তি।
সবার জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি।
দুঃশাসন নয়—কুশাসন নয়—অপশাসন নয়—'আমরা-তোমরা' নয়, দলতন্ত্রও নয়— গণতান্ত্রিক নিরপেক্ষ সুশাসন গড়ে তোলাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

পঞ্চায়েত

* পঞ্চায়েতকে জনমুখী ও দলদাসমুক্ত করতে বিধি ও বিধানের আমূল সংস্কারসাধন।
* পঞ্চায়েতকে দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও উন্নয়নমুখী করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।
* ত্রিস্তর পঞ্চায়েতগুলির অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস বৃদ্ধি করে ক্রমশ স্বনির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ।
* ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিত্তিতে জল সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে তার সদ্ব্যবহার (Rain Water Harvesting & Water Recharging).
* পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে জনগণের প্রয়োজনে উন্নতভাবে ঢেলে সাজানো হবে।
* পঞ্চায়েত কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা যোজনা চালু।

পঞ্চায়েত কর্মচারী কল্যাণ
সমকাজে সমমর্যাদা

* পঞ্চায়েত কর্মচারীদের একটি স্তর পর্যন্ত সরকারি কর্মচারীদের মর্যাদা দেওয়া হবে এবং সরকারি কর্মচারীদের মতো বিভাগীয় পদোন্নতি (Departmental Promotion) পঞ্চায়েত কর্মচারীদের মধ্যেও লাগু করা দরকার। সরকারি অর্থ লাগবে না, অথচ কর্মচারীরা উপকৃত হবেন। তাঁদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে।
* পঞ্চায়েত কর্মচারীদের মধ্যে গ্রুপ স্বাস্থ্যবিমা যোজনা চালু করতে হবে।

পুরসভা ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভোট হবেই। রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চাঙ্গা করা হবে।

বিপিএল তালিকা

সরকার প্রথমেই রাজ্যে বিপিএলের প্রকৃত সংখ্যা কত তা নির্ধারণ করবে। ৫ বছরের মধ্যেই সেই সংখ্যা অন্তত ১০ শতাংশ কমাবে।

বিপিএলের সংখ্যা ১০ শতাংশ কমিয়ে এবং নিম্নবিত্তের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করতে পারলে গ্রাম বাংলার দারিদ্র কমবে। রাজ্যের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।

অপারেশন - রেশন

বাম সরকার থেকে শুরু করে রেশনের মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যবণ্টন প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি হয়ে আসছে। আজও একদিকে যেমন অসংখ্য ভুয়ো রেশনকার্ড আছে, তেমনই অন্যদিকে হাজার হাজার প্রকৃত গ্রাহক রেশনকার্ডহীন অবস্থায় আছে। পঞ্চায়েত ও স্থানীয় প্রশাসনকে দায়বদ্ধ করে ভুয়ো রেশনকার্ড বাতিল ও প্রকৃত প্রাপকরা যাতে রেশনকার্ড পেতে পারেন তার জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভুয়ো রেশনকার্ড যাতে তৈরি না হয় সেদিকে পঞ্চায়েতকেই সতর্ক থাকতে হবে। পরিবার প্রধানকে দায়বদ্ধ হতে হবে। মৃত্যুর সাথে সদস্যদের মধ্যে অথবা স্বল্পমেয়াদি/দীর্ঘমেয়াদি অনুপস্থিতির তথ্য সংশ্লিষ্ট দফতরকে জানানো পরিবার প্রধানের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

পাঁচ বছরের মধ্যে ১০০ শতাংশ জমিতে সেচ, ১০০ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা নিয়ে কাজে এগোতে হবে।

গ্রামীণ অর্থনীতি

- ★ ভূমি মানচিত্র (Land Map), ভূমি ব্যাঙ্ক (Land Bank), ভূমিসম্ভাব্য পরীক্ষা (Land Potentiality), ভূমি সদ্ব্যবহার (Land Utilization)-এর গণমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ (মহারাষ্ট্র মডেলে)।
- ★ সেচবিস্তারের মাধ্যমে দুধ, মাংস, ডিম প্রভৃতিতে স্বনির্ভরতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে জীববৈচিত্র্য (Bio-diversity) ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ।
- ★ গণবণ্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।
- ★ অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের (বিপিএল) সংখ্যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হ্রাস।
- ★ চাষিদের উন্নয়নের স্থানীয় ফসল উপযোগী বীজ সরবরাহ।
- ★ তাঁত, স্থানীয় উপাদান নির্ভর কুটির শিল্প, কামার, কুমোর প্রভৃতি শিল্পে পুনর্জাগরণ এবং এসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্টমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ।
- ★ কুটির শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদান করে পিএফ ও জীবনবিমার আওতায় আনা।
- ★ বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার একর খাস জমি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তিকরণ ও গরিব ভূমিহীনদের মধ্যে তা বিতরণ/সদ্ব্যবহার করা।
- ★ শ্রমিকদের স্বার্থে পরিবহণের পরিপোষক মূল্যকে কৃষি থেকে বাণিজ্যিক মূল্যে উন্নীতকরণ।
- ★ মা-মাটি-মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে সমবায় ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ, কার্যকরী এবং গতিশীল চেহারা দেওয়া হবে।

কর্মসংস্থান

রাজ্যের আত্মনিয়োজনসহ এখন বেকারের ১ কোটি। এঁদের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। এর জন্য বিশেষ ভূমিকা নেবে 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক'। বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে এই ব্যাঙ্কটি তৈরি করা হবে। সরকারি, বেসরকারি, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থান সম্পর্কে কর্মপ্রার্থীদের সঠিক পথে চালিত করতে কাজ করবে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক।

প্রতিবন্ধী, অসহায়, অবসৃত এমন সব নাগরিকদের প্রতি মানবিক আচরণ দেখাবে সমাজকল্যাণ দপ্তর। সমাজকল্যাণের কাজ সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। প্রতিটি থানায় সমাজকল্যাণ দপ্তরের একজন আধিকারিক থাকবেন।

মা-মাটি-মানুষের সরকার 'ওরা-আমরা' নীতি ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের সকলকে এক চোখে দেখবে।

সরকারের মন্ত্রীরা ঐশ্বর্য, স্বজন-পোষণ, আড়ম্বর দেখাবেন না। দুর্নীতি ও অপরাধীদের কোনওরকম মদত দেবেন না।

সামাজিক দায়বদ্ধতা

★ সংখ্যালঘু সমাজকে শিক্ষায় উৎসাহিত করতে সরকারের সহায়তা।
★ সংখ্যালঘুদের জন্য চাকরিতে বিশেষ প্রাধান্য।
★ প্রবীণ ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব রোধ করতে বুকব্যাঙ্ক গঠন।
★ মেধাবী ও গরিব শিক্ষার্থীদের আংশিক সময়ের জন্য আয়ের সুযোগ সৃষ্টি।
★ আবাসনের অধিকারকে স্বীকৃতি দান।
★ সামাজিক নিরাপত্তা সংখ্যালঘু সহ তফসিলি-আদিবাসী, ওবিসিসহ সকলকে।
★ **দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে আংশিক সময়ে কাজের সুযোগ দান।**

সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন

সাচার কমিটির প্রস্তাব মেনেই সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে

★ সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বিশেষ তহবিল তৈরি।
★ সংখ্যালঘুদের কর্মসংস্থানে প্রাধান্য দেওয়া হবে।
★ সংরক্ষণের ব্যাপারেও বিশেষ আইনি ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হবে।
★ সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বিশেষ দপ্তর তৈরি করা হবে।
★ সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বিশেষ কমিশন করা হবে।
★ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব।
★ আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির আদলে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা।
★ সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া।
★ প্রয়োজনীয় মাদ্রাসা তৈরি করা।
★ মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য বিশেষ বেতন কাঠামো গড়ে তোলা।
★ ইমাম'দের জন্য বিশেষ প্যাকেজ তৈরি করা।
★ সবার জন্য ঘর তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া।
★ ধর্মনিরপেক্ষতাকে সম্মান জানানো।
★ সবরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
★ প্রশাসনে বেশি করে সুযোগ দেওয়া সমেত সবরকম উন্নয়নে সহযোগিতা করা।
★ সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া।

তফসিলি/আদিবাসী/ওবিসি

★ চাকরি ক্ষেত্রে তফসিলি আদিবাসী ও ওবিসিদের সংরক্ষণ অনুযায়ী সমস্ত পদ ভর্তি করা হবে।
★ ওবিসিদের তালিকা যাতে সঠিকভাবে প্রস্তুত হয় তার জন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
★ তফসিলিভুক্ত মানুষ যাতে তাড়াতাড়ি ১০০ দিনের মধ্যে তাদের সার্টিফিকেট পায় তার জন্য "বিশেষ তফসিলি কমিশন" তৈরি করা হবে।
★ তফসিলি-আদিবাসী ও ওবিসিদের সার্টিফিকেট পাওয়ার ব্যবস্থা সরলীকরণ করা হবে।

* উচ্চশিক্ষা সহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে তফসিলি ছেলে-মেয়েদের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে।
* আদিবাসীদের জন্য বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করা হবে। জঙ্গলমহলের উন্নয়ন ও জঙ্গলের অধিকার আদিবাসীদের হাতে দেওয়ার জন্য সবরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
* সাঁওতালি ভাষা ও অলচিকি লিপি বা অক্ষরমালাকে বিশেষভাবে আদিবাসীদের লেখাপড়ার কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে।
* অন্যান্য ভাষাকেও সম্মান দেওয়া হবে।
* আদিবাসী ছেলেমেয়েদের উন্নয়ন-কর্মসংস্থান ও খেলাধুলাতেও বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে।
* বন্দুকের নল দিয়ে নয়, জঙ্গলমহলে শান্তি ও মানবিকতা দিয়ে উন্নয়নের কাজ করবে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার।
* সংখ্যালঘু মুসলিম দুস্থ ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত দুস্থ ছাত্রীদের আবেদনের ভিত্তিতে বিশেষ সাহায্য প্রদান।
* সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজকে শিক্ষায় উৎসাহিত করতে ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি এবং আবাসিক ছাত্রাবাস বৃদ্ধির ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন এবং তা মুসলিম শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বজনীন করতে হবে। অধিক পরিমাণে মাদ্রাসা তৈরি হবে।
* সব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকের অভাব রোধ করতে পুস্তক প্রদানের জন্য বুক ব্যাঙ্ক গঠনের প্রয়োজন। বুক ব্যাঙ্ক গঠিত হবে নিম্নলিখিত উপায়ে—

  ১) স্কুলের প্রাপ্ত/ক্রীত নতুন পুস্তক।

  ২) অভিভাবক/শিক্ষানুরাগীদের ডোনেশন।

  ৩) উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ফেরত দেওয়া পুরনো পুস্তক।

পঞ্চায়েতকে নিশ্চিত হতে হবে তার এলাকার কোনও বিদ্যার্থী যেন পুস্তকের অভাব বোধ না করে।

পরিবহন

পরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে। একদিকে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত পরিবহন যোগাযোগ বাড়ানো, পরিকাঠামো তৈরি, তার পাশাপাশি পরিবহন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কলকাতায় রেল বিকাশ কর্পোরেশন তৈরি হবে। এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিবহন ব্যবস্থা এক সময়োপযোগী, আধুনিক, পরিষেবামূলক এবং যাত্রীবন্ধু চেহারা নেবে।

পরিবেশবান্ধব পর্যটন যোজনা

চলো যাই প্রকৃতির কোলে (Eco-tourism & Heritage tourism)—

বিশেষ প্যাকেজ হবে, যাতে কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়।

পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সমুদ্র উপকূলবর্তী প্রায় পৌনে দুশো কিলোমিটার সমুদ্রতটে প্রকৃতিবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলে আদর্শ প্রাকৃতিক পর্যটনক্ষেত্র গড়ে তোলা যেতে পারে। ব্যবহৃত সকল উপকরণের ব্যবস্থাপনা সবই পরিবেশবান্ধব করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পুঁজির বিনিয়োগ প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যে হিমালয়ের মতো পাহাড় আছে, ডুয়ার্সের মতো প্রকৃতি আছে, সুন্দরবনের মতো অরণ্য আছে, সমুদ্র আছে, জঙ্গলমহলের মতো সৌন্দর্য আছে, মুর্শিদাবাদের মতো ঐতিহাসিক সম্পদ আছে। এ ধরনের বহু পর্যটনকেন্দ্র ছড়িয়ে জেলায় জেলায়, এই তালিকা দীর্ঘ। বহুদিনের অবহেলা এবং পরিকল্পনার অভাবে এই পর্যটনকেন্দ্রগুলির বিকাশ হয়নি। এগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারত পরিকাঠামো এবং আনুষঙ্গিক শিল্পের কর্মসংস্থানমুখী অগ্রগতি। শুধু বাংলা নয়, সারা দেশ এবং বিদেশ থেকেও বিপুল সংখ্যায় সুপরিকল্পিতভাবে আনা যেত পর্যটকদের। আয় হতে পারত বিপুল। কিন্তু এই কাজ হয়নি। আমরা পর্যটন শিল্পের বিপুল সম্ভাবনাকে কার্যকরী চেহারা দিতে চাই।

* দিঘা, বকখালি, সুন্দরবনসহ রাজ্যের সমস্ত পর্যটনকেন্দ্রকে দূষণমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করে উন্নততর সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র গড়ে তোলা হবে পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করে বিশেষ ভ্রমণ প্যাকেজ চালু করা হবে।
* সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার মতো পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এমনকী উত্তরবঙ্গের বর্তমান পর্যটন কেন্দ্রগুলির মান উন্নত করে নতুন নতুন পর্যটনক্ষেত্র স্থাপনের প্রয়োজন।
* ঐতিহাসিক বাড়ি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হেরিটেজ ট্যুরিস্ট স্পট বৃদ্ধি কর্মসংস্থানের সহায়ক।
* দশ/পনেরোটি পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে সরাসরি রাস্তার পরিকাঠামো গড়লে পর্যটকরা প্যাকেজ ট্যুরের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। যা কর্মসংস্থানেরও সহায়ক।

পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র ও প্রকৃতিবন্ধু-শিল্পের সম্ভাবনা যেখানে আছে যেমন, দিঘা-দার্জিলিং-সুন্দরবন-এর মতো বহু অসাধারণ সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চল যে রাজ্যে আছে সেই পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনে অবহেলিত। এই সরকার ৩৫ বছরে সঠিক পরিকল্পনাই করতে পারেনি। মা-মাটি-মানুষের সরকার পাঁচ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনে জোয়ার আনবে। রেল দিঘা পর্যন্ত দুরন্তসহ পাঁচ-ছটি ট্রেন চালিয়ে দিঘার মান গত দেড় বছরে পাল্টে দিয়েছে। মা-মাটি-মানুষের সরকার এলে পাঁচ বছর পর জোয়ার মতোই দিঘার আকর্ষণ বাড়বে। **কলকাতা-লন্ডন, উত্তরবঙ্গ-সুইজারল্যান্ড, দিঘা-গোয়া**। বিদেশি পর্যটক আসবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। সুন্দরবনে পর্যটন বৃদ্ধি পাবে। ঝাঁকড়াগোড়া, মুকুটমণিপুর, ঝিলিমিলি, অযোধ্যা পাহাড়, কাঁকড়াঝোড়সহ জঙ্গলমহল হবে পর্যটকদের একটা বিরাট আকর্ষণের জায়গা। এর ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। আদিবাসীদের আর পিঁপড়ের ডিম খেয়ে বাঁচতে হবে না। সুইজারল্যান্ডের চেয়ে দার্জিলিংয়ের আকর্ষণ কম নয়। কিন্তু, এই সরকার ৩৫ বছরে দার্জিলিংয়ের উন্নতির জন্য কী করেছে বলুন? কেন দার্জিলিং অবহেলিত হয়েছে? দার্জিলিং, ডুয়ার্স বেড়ানোর জন্য আগামীদিনে বাঙালি, অবাঙালি থেকে বিদেশিরা পর্যন্ত ছটফট করবে। মালদহের গৌড়, মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি, নদিয়ার পলাশী,

বীরভূমের তারাপীঠ, কেন্দুলি, বক্রেশ্বর, শান্তিনিকেতনের সর্বত্র পর্যটন জোয়ার আনবে। এইসব জেলায় অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে। শুধু মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত পরিবারই নয়, নিম্নবিত্ত পরিবারেরও যাতে অল্প পয়সায় বেড়ানোর আনন্দ ভোগ করতে পারেন সেজন্য মা-মাটি-মানুষের সরকার দায়বদ্ধ থাকবে। রাজ্যের পর্যটন শিল্প অন্য মাত্রা পাবে।

* আর্সেনিক ও দূষণ মুক্তির জন্য মা-মাটি-মানুষের সরকার সর্বতোভাবে লড়াই চালাবে। নির্মল পরিবেশ দিতে সরকার দায়বদ্ধ থাকবে। সবুজ ও পরিবেশকে সর্বদা নজর দিয়ে রক্ষা করা হবে। জনসাধারণকে পরিবেশ নিয়ে সচেতন করতে সরকারের জনশিক্ষা প্রচার ও প্রসার দফতর সক্রিয় হবে।

জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ/কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
(Garbage Processing / Solid Waste Management)

ফেলে দিয়ে ফিরিয়ে নেব : জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ ও কঠিন বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ রোধ করা যেতে পারে, তেমনই বহুমূল্য মিথেন গ্যাস-সহ জৈব সার প্রস্তুত করতে পারলে জমির ও জলের উর্বরতা বৃদ্ধি করা যাবে। তাই প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে হাট/বাজার সংলগ্ন এলাকায় উক্ত প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা করতে হবে—যা নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির অন্তর্গত।

খেলাধুলো

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার খেলাধুলোর সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা নেবে। শুধু শহরকেন্দ্রিক নয়, এই উদ্যোগ হবে গ্রামবাংলায় বিস্তৃত। বিশেষভাবে পরিচিত এবং প্রচলিত খেলাগুলির পাশাপাশি জেলায় জেলায় ট্র্যাডিশনাল খেলাগুলিকে আরও বেশি করে পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে। ফুটবল, ক্রিকেট, কবাডি, খো খো, সাঁতার, দাড়িয়াবান্ধা, তীরন্দাজি, টেবিল টেনিস, দাবা, টেনিস, ব্যাডমিন্টনসহ ক্রীড়াজগতের বহুমুখী শাখাগুলিকে যথাযথভাবে ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য প্রস্তুত করে তোলা হবে। প্রতিটি খেলার জাতীয় স্তরে বাংলা যাতে শীর্ষে থাকে, তার জন্য সরকার সচেষ্ট থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সুযোগ থাকবে। উৎসাহভাতা থাকবে। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে আসা প্রতিভাবানদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ নিয়ে পাশে দাঁড়াবে সরকার।

প্রশাসন

প্রশাসনিক ক্ষেত্রগুলিকে সুশাসনের পক্ষে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার করা হবে।

* IAS/IPSদের স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে সাহায্য করা হবে। **তাঁদের যোগ্যতার মর্যাদা দেওয়া হবে।**
* WBCS থেকে শুরু করে Security Staffদের জন্যও উন্নততর সংস্কার ও উন্নততর কাজের স্বার্থে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই সরকারি কাজকে ত্বরান্বিত

করা ও সরকারকে গতিশীল করার পক্ষে গড়ে তুলতে হবে।

* পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কার তাদের পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা, ডিউটির সময়, বাসস্থানসহ পুলিশের সুনাম ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের সবরকম সাহায্য করার জন্য বিশেষ প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন ও পুলিশ সংস্কার কমিশন তৈরী করে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
* পুলিশ কর্মীদের জন্য "House for all" Scheme চালু করা হবে।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও সামগ্রিক স্থিতিশীল অবস্থাই পারে পুলিশকর্মীদের মনোবলকে শক্তিশালী করতে। এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অতীতের নিয়ম থেকে সরে এসে রাজ্যে আইনের শাসন এবং বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করা হবে, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ, সময়ানুবর্তিতার সম্পন্ন প্রশাসন লাভ হবে। যা আঞ্চলিক সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে নিয়ত সংযোগ রক্ষা করে চলবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। বামফ্রন্টের কৃতিত্বে আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বিশ্বাস করানো কঠিন যে এ রাজ্যে কোনও সরকার আছে। এখানে আছে নৈরাজ্য, আছে সন্ত্রাস, নেই আইন-শৃঙ্খলা। রাজ্যে একটি প্রশাসন আছে কিন্তু সেটা পরিচালিত হয় একটি বিশেষ দলের নির্দেশে।

* প্রশাসনিক সংস্কার উন্নতির স্বার্থে নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা হবে।
* আমরা চেষ্টা করব এক বছরের মধ্যে পুলিশ আইনের নবরূপায়ণ (পুলিশ কমিশনারের প্রস্তাবনার ভিত্তিতে)।
* পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে বিচারাধীন বন্দীদের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ। বিনা বিচারে রাজনৈতিক বন্দিদের দ্রুত মুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
* রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে অজস্র মামলার নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন বিচারালয়গুলির সম্পর্কে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেমন, সান্ধ্য বিচারালয়, পারিবারিক/মহিলা আদালত, লোক আদালত, চলমান আদালত, পঞ্চায়েত/গ্রামীণ আদালত।
* আমাদের প্রস্তাব—একটি 'প্রশাসন সংস্কার কমিশন' গঠন করে দ্রুত রিপোর্ট সংগ্রহ করা।
* পূর্ববর্তী রাজ্য অর্থনৈতিক কমিশনগুলির (এস এফ সি) সুপারিশের ভিত্তিতে একটি দ্রুত 'সুষ্ঠু ব্যবস্থার নির্দেশ' গঠন করা প্রয়োজন।
* প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত এবং পৌরাঞ্চলের বিভিন্ন সংস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের কাঠামো সমাধা করতে হবে।
* বহুমুখী জাতীয় পরিচয়পত্রগুলি জনসেবামূলক কাজের জন্য সর্বস্তরে প্রচলন করতে হবে।
* রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দমন এবং জীবন ও সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
* গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি মর্যাদা রেখে, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সবরকম রাজনৈতিক মতাদর্শকে সহনশীলতার মাধ্যমে সমস্ত নাগরিকের জন্য একটি সম্মানজনক, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা—যার লক্ষ্যও হবে এমন একটি সরকার গঠন করা যা জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য কাজ করবে। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত হবে না।
* অনুধাবন করতে হবে—সমষ্টিগত আশা আকাঙ্ক্ষাগুলিকে, ভারতীয় সংবিধানের

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শকে সামনে রেখে পূরণ করে নাগরিক জীবনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা।

* রাজ্যের দুর্গম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী অনুন্নত মানুষের পরিষেবার স্বার্থে সরকারের অযোগ্যতা এবং দুর্নীতির উচ্ছেদসাধন করে স্বাস্থ্য, পরিবহন এবং শিক্ষা এই বিষয়গুলির নবরূপায়ণ ঘটাতে হবে। কেন্দ্রগত বা ব্যক্তিগত স্তরে সাধারণ মানুষকে শোষণের প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।
* 'ভারত নির্মাণ' কর্মসূচির লক্ষ্য এবং সময়সীমা কঠোরভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে।
* জাতীয় সড়ক নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যৌথ উদ্যোগে বেসরকারি উদ্যোগকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন আছে। এর জন্য "পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন কাউন্সিল" গঠন করতে হবে। রাজ্য সড়ক অধিগ্রহণ-এর কাজকর্ম উন্নত করতে হবে।
* কর ব্যবস্থা সহজ ও সরলীকরণ করা হবে।
* House for Poor People তৈরি করে বস্তি-উদ্বাস্তু কলোনি ও অবহেলিত মানুষদের বসবাসের জন্য দশ লক্ষ আবাসন ব্যবস্থা করা হবে।
* শহরাঞ্চলের উদ্বৃত্ত জমি চিহ্নিত করে বস্তিবাসীদের জন্য সেখানে উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।
* পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত সিটুর মতো ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্বহীন জঙ্গি আন্দোলনের ফলে শিল্পোৎপাদনের চিত্রটি অত্যন্ত হতাশাজনক। লক-আউট, হরতাল, অনবরত চলার ফলে তামিলনাড়ু, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্য যখন শিল্পে ক্রমশ উন্নতি লাভ করছে তখন পশ্চিমবঙ্গ শিল্পক্ষেত্রে ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। তবে এই অবক্ষয়ের জন্য মূলত দায়ী রাজ্য সরকারের বাম এবং অদক্ষ অর্থনীতি ও বেসরকারি পুঁজিপতি তোষণ।

আমাদের দায়িত্ব হবে, শিল্পের স্বার্থ ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করা, দায়িত্বশীল শ্রমিক সংগঠনগুলিকে সমর্থন করা, শিল্প পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা। শ্রমিক স্বার্থ অটুট রেখে শিল্প উৎপাদন বাড়ানোর পরিবেশ তৈরি করা।

* সমস্ত সামাজিক প্রকল্পের পরিকাঠামোগুলিকে সক্রিয় সহায়তা করা। যেমন, জওহরলাল নেহরু প্রকল্প, রাজীব গান্ধী গ্রামীণ যোজনা, ভারত নির্মাণ, মিড-ডে-মিল পরিকল্পনা, ১০০ দিনের কর্মপ্রকল্প।
* অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা পরিকল্পনা অনুসারে আর্থিকভাবে অনুন্নত দু'লক্ষ পরিবারকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ৩,২০,০০০ মানুষকে খাদ্যশস্য দেওয়া।
* মিড-ডে-মিল প্রকল্পের অধীনে ৪,৫৮২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আনা হয়েছে, উপকৃত হচ্ছে ৮ লক্ষ ছাত্র।
* পুর এলাকায় ৫ থেকে ৯ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য শিশু প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে।

এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা লাভ করে থাকে, ২০০৯-এর হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে এই ধরনের শিশুশিক্ষা প্রকল্পের সংখ্যা ১০৩২।

কিন্তু সমস্যা হল সঠিক দরিদ্র মানুষকে চিহ্নিত করা। শুধু দরিদ্র চিহ্নিতকরণের জন্য বিপিএল অথবা অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় যোজনার কার্ড দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জাতীয় স্তরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে (এনএসএস) দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ৫৭.৩ শতাংশ দরিদ্র মানুষ এই কার্ড বা পরিচয়পত্র লাভে বঞ্চিত। আরও দুর্ভাগ্যজনক এবং বিস্ময়কর বিষয় ৫৩.৩ শতাংশ মানুষ (যারা দরিদ্র নয়) তারা এই কার্ড পেয়েছে। একাদশতম অর্থনৈতিক কমিশন প্রদত্ত বাস্তব পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্ত নম্বর ১১১.২৫ যখন পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে ১৮৭.৫১।

* তৃণমূল কংগ্রেস যৌথ অভিযানের নামে জঙ্গলমহল এলাকায় দমন-পীড়নে বিশ্বাস করে না। উন্নয়ন ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে শান্তি ফেরাতে চায়।
* আমাদের দরিদ্র হতে দরিদ্র চিহ্নিতকরণের জন্য প্রদেয় পরিচয়পত্রগুলির ক্ষেত্রে অনিয়মের উৎসগুলি খুঁজে বের করা এবং সরকার সঙ্গে যথার্থ অভাবী মানুষদের কাছে এই সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা।
* পরিবেশ এবং প্রকৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে উদ্ভিদ এবং জীবজগৎ এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ।
* শহর এবং গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করা। মহিলা ও শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম মানুষদের, বয়স্ক নাগরিকদের এবং সমাজের অনুন্নত শ্রেণির অধিবাসীদের প্রয়োজন এবং স্বার্থ পূরণ করা।
* নতুন নগর ও বন্দর তৈরি করা হবে।
* পুলিশ হবে পুলিশ। গত ২০ বছরে পুলিশ হয়েছে সিপিএমের অর্ডার এনফোর্সিং এজেন্সি। এর ফলে আইনের শাসন রাজ্যে নষ্ট হয়েছে। মা-মাটি-মানুষের সরকার আইনের শাসন ফেরাবে। মানুষ যাতে বিচার পায় তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলতন্ত্র নয়—নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা করা হবে।
* নিম্ন আদালতে বিচারকদের বহু পদ শূন্য। নতুন সরকার এসে দু'মাসের মধ্যে সব শূন্য পদ পূরণ করবে। মানুষ যাতে দ্রুত বিচার পায় তার ব্যবস্থা করবে।

মরিচঝাঁপি, বিজনসেতু, কাশীপুর, বরানগর, শান্তিপুর, গোপালপুর, করন্দা, ডিগাই পাংশাহাম, ছোট আঙারিয়া, কেশপুর, গড়বেতা, তাপসী মালিক, নন্দীগ্রাম, জঙ্গী ইটভাটি, শিলদা, বাসন্তী, মালপাড়া ও নেতাই-সহ সর্বত্র ৩৪ বছরে যত মানবাধিকার হরণের ঘটনা ঘটেছে, সরকার সেগুলো ছ'মাসের মধ্যে তদন্তের ব্যবস্থা করবে। দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। যাতে ভবিষ্যতে কেউ কোনওদিন এমন সব জঘন্য কাজ না করতে পারে।

উত্তরবঙ্গ-সুন্দরবন-পশ্চিমাঞ্চল

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হয়েছে। সেজন্য এত বছর পরেও ঐসব এলাকা এখনও অন্ধকারে আছে। নতুন সরকার এসে পাঁচ বছরের মধ্যে তিনটি পর্ষদ অধীন এলাকায় উন্নয়ন ও আলোর জোয়ার বইবে। পাঁচ বছর পর পৃথক পর্ষদ রাখার আর প্রয়োজন থাকবে না, এমন পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ হবে।

পাহাড়

তৃণমূল কংগ্রেস বাংলা ভাগ বা বিভাজনে বিশ্বাস করে না। বাংলা মা'কে এক রেখেই পাহাড়ের উন্নয়ন, পাহাড়বাসীদের সমস্যা সমাধান, সমতল ও পাহাড়ের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক গড়ে তোলা ও শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ১০০ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাহাড় থেকে জঙ্গলমহল সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করাই আমাদের লক্ষ্য

সর্বক্ষেত্রে নজর দেওয়া ও দেখা নতুন সরকারের উদ্দেশ্য। যদিও দীর্ঘ ৩৫ বছরের অপশাসনে পশ্চিমবাংলাকে এই বামফ্রন্ট সরকার সর্বত্র লুন্ঠন আর শোষণের মাধ্যমে শাসন করেছে। বাংলার অর্থনৈতিক হাল একেবারে **'নিলামে'** তোলার অবস্থাও নেই। অজস্র ফাইল ও অজস্র কাগজপত্র দেখে বোঝা যাবে পশ্চিমবঙ্গের মহাকরণের আসল অবস্থা। অনেক সরকারি নথিপত্র শোনা যাচ্ছে সরিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা চলছে। এই পরিস্থিতিতে এক 'দেউলিয়া' সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে পুনরুজ্জীবন দেওয়াটা যদিও খুবই কঠিন কাজ। তথাপি 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করা ও তাকে মোকাবিলা করাটা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলা যায়—'Not Never Say – No.'

আমরা পারব — আমরা করব — আমরা গড়ব — আমরা তৈরি করব, আমরা 'নব জাগরণ' বাংলায় আবার আনবই আনব। আসুন বাংলা গড়তে আপনাদের, মা-মাটি-মানুষের সহযোগিতা আপনাদের প্রতিটি ভোটের মাধ্যমে বাড়িয়ে দিন। দীর্ঘ ৩৫ বছর—বছরের পর বছর শুধু যন্ত্রণা-বঞ্চনা-লাঞ্ছনা ছেড়ে চলুন আমরা এগিয়ে যাই ভবিষ্যতের দিকে। পরিবর্তনের সঙ্গে এক ঐতিহাসিক নজির গড়ার লক্ষ্যে। বাংলা পারবে। পারবেন সাধারণ মানুষ, আপনারাই পারেন ভয়কে উপেক্ষা করে রোদ্দুর-ঝড়-জলকে উপেক্ষা করে, হার্মাদদের উপেক্ষা করে বাংলাকে আবার নতুন করে পথ দেখাতে। নতুন করে বলতে, "বাংলা আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"
আমাদের সব কিছু ছিল, আমাদের সেরা 'মাথা থেকে অর্থ' সর্বত্রই। তবে সে মেধাকে গুরুত্ব দিয়ে, বাংলার বাইরেও যাঁরা চলে গিয়েছেন, তাঁরাও ফিরে আসুন এ বাংলার মাটিতে। বিনিয়োগ করুন বাংলাতে। "অর্থ বিনিয়োগ থেকে সামাজিক বিনিয়োগ"। ফুটুক বাংলার মাটিতে মা-মাটি-মানুষ ফুল। আসুক নতুন ভোর—

মুছে যাক গ্লানি—
ঘুচে যাক ক্লান্তি—
চলো যাই পাল্টাই
আসুন সরকার বদলাই
এবার বাংলায় আসুন পরিবর্তন
আসুন বাংলায় উন্নয়ন।

রেল প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন ইস্যুর পাশাপাশি রেল সম্পর্কে আলাদা করে কয়েকটি কথা বলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ, নির্বাচনী ইস্তাহারে আমরা বাংলাকে নতুন করে গড়ার যে কর্মযজ্ঞের কথা বলেছি, রেলের আলোচনার মাধ্যমে আমরা বলতে চাই, আমরা কিন্তু কাজের সদিচ্ছা, কাজের গতি এবং কাজের ফলাফল দেখাতে শুরু করতে পেরেছি। রেলে উপেক্ষিত ছিল বাংলা। দশ বছর আগে সামান্য

সময়ের জন্য রেলমন্ত্রক যখন তৃণমূলের হাতে ছিল, তখন কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু কাজ শুরুর প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য দল সেই প্রক্রিয়া চালু রাখেনি। আজ সিপিএম রেল নিয়ে এত কথা বলে। কিন্তু প্রথম ইউপিএ সরকারে যখন সিপিএমই ছিল নিয়ন্ত্রক, তখন কেন তারা বাংলার জন্য কাজ করিয়ে আনেনি, তার কৈফিয়ত আজ তাদের দিতে হবে। এর পর দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারে রেলমন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন। আর এই কর্মযজ্ঞ বহুমুখী।

এখানে নীতি এবং দক্ষতা, সোজাসুজি, আত্মশক্তির তফাতও বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৫ বছরে সিপিএম এ রাজ্যে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরি করতে পারেনি। শিল্পের জমি চিহ্নিত করতে পারেনি। অপরিকল্পিতভাবে, গায়ের জোরে, জমি দখল করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের উপর সন্ত্রাস চালিয়েছে। সেখানে মাত্র কয়েক মাসে মমতা রেলের ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরি করে নিজস্ব জমি থেকে শিল্পায়ন শুরু করেছেন। রেল একদিকে শিল্প করছে। আবার 'কিষাণ ভিশন' প্রকল্পসহ একাধিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছে কৃষিক্ষেত্রে রেল বন্ধু হয়ে কাজ করছে। এই গোটা কাজের মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত রেলমন্ত্রীর দক্ষতা। এক ঝলকে দেখা যাক কত কটি কাজ রেলমন্ত্রী করেছেন।

(১) রেলের সার্বিক আর্থিক এবং পরিকাঠামোগত যে বেহাল অবস্থা হয়েছিল, তার পুনরুজ্জীবন।
(২) সাধারণ মানুষের উপর যাত্রীভাড়ার বোঝা না চাপিয়ে বিকল্প পদ্ধতিতে আয় বাড়িয়ে কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রাখা।
(৩) ইজ্জত সহ বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে রেলযাত্রায় সমস্থানে শামিল করা। এই প্রকল্পে মাত্র ২৫ টাকার মাসুলি টিকিটে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত লোকাল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাত্রা করা যাবে। সমাজের যে যে ক্ষেত্রে বাড়তি গুরুত্ব প্রয়োজন, দরকার মতো কনসেশন দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো।
(৪) বৃহত্তম পরিবার রেল পরিবার। তাদের কর্মীদের নিরাপত্তা, কল্যাণ এবং সামাজিক সুরক্ষা।
(৫) শুধু আজকের কথা না ভেবে ভিশন-২০২০'র মাধ্যমে আগামীদিনের পরিকাঠামো তৈরি।
(৬) যে কাজ দীর্ঘ কয়েক দশক হয়নি, সেই ধরনের কাজ শুরু করা। অর্থাৎ, রেল চাই অথচ আমাদের কোচ নেই। কোচ কারখানা তৈরির কথাও কেউ ভাবেনি। সময়ের সঙ্গে তাল মেলানো হয়নি এতদিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলের শিল্পের মাধ্যমে অভাবনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। সার্বিক সুফল মিলবে অচিরেই।
(৭) কর্মসংস্থান। বাংলাসহ সব আঞ্চলিক ভাষায় রেলের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ। রেল ইতিমধ্যে ১,৭৫,০০০ শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।
(৮) রেলের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যাঁদের বাৎসরিক আয় ৫০ হাজার টাকার নিচে তাঁদের কোনও পরীক্ষার ফি দেওয়া হবে না।
(৯) এছাড়া রেল ১৬,০০০ হাজার অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।
(১০) যাত্রী পরিষেবা, যাত্রী সুরক্ষার উন্নয়ন।
(১১) সমাজের বহুমুখী উন্নয়নে রেলকে কার্যকরী করে তোলা।
(১২) সরকারি কাঠামো পদ্ধতি এবং অক্ষুণ্ণ রেখেও বেসরকারি লগ্নি টেনে পরিকাঠামো এবং

কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য পিপিপি মডেলের সময়োপযোগী বাস্তবমুখী বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ।

এই ধরনের আরও একগুচ্ছ কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেখিয়ে দিয়েছেন রেলের মতো একটি দফতর থেকে সামান্য সময় এবং অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কতটা কাজ করা যায়।

পাশাপাশি এসেছে বাংলার কথা। সারা দেশের প্রতিটি রাজ্যের কাজ করেও যতটা সম্ভব বেশি কাজ করেছেন বাংলার জন্য। দীর্ঘকালের বঞ্চিত বাংলা এবং পূর্বাঞ্চল। মমতা দিয়েছেন :

(১) নতুন একগুচ্ছ ট্রেন। লোকাল এবং দূরপাল্লার।

(২) ট্রেনের এক্সটেনশন। কোথাও যাত্রাপথ বেড়েছে। কোথাও চলাচলের দিন আরও বাড়ানো হয়েছে।

(৩) রেল কারখানা। একগুচ্ছ শিল্প মমতা এনেছেন বাংলায়। কোচ-কারখানা থেকে শুরু করে সময়োপযোগী কর্মসংস্থানমুখী শিল্প।

(৪) ট্রেনের যাত্রী পরিষেবার উন্নয়নে স্টেশনগুলির সামগ্রিক আধুনিকীকরণ। উড়ালপুল ইত্যাদি স্থানীয় সংযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি।

(৫) নতুন লাইন, গেজ পরিবর্তন, লাইন ডবল করা।

(৬) কলকাতা রেল বিকাশ নিগমের মতো আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশাসনিক ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন। মেট্রো রেলের সম্প্রসারণ।

(৭) শিল্প, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, নারীজগতের পৃষ্ঠপোষকতা। কখনও স্টেশনের নামকরণে ইতিহাস এবং মনীষীদের সম্মান। কখনও অ্যাকাডেমি তৈরি। কখনও বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী। এ ধরনের অসংখ্য পদক্ষেপ।

(৮) হাসপাতাল এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

(৯) বিভিন্ন এলাকায় আরও বেশি সংখ্যক কম্পিউটারচালিত টিকিট রিজার্ভেশন কাউন্টার চালু করে মানুষের সুবিধা করে দেওয়া।

(১০) সামগ্রিক পরিষেবা এবং পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থান। কৃষি এবং শিল্পের জন্য সমান গুরুত্ব দিয়ে একের পর এক প্রকল্প। বাংলার প্রতিটি এলাকাকে, সিপিএমের জমানায় উপেক্ষিত অঞ্চলগুলিকেও রেলের মাধ্যমে গতি এবং উন্নয়নের পথে শামিল করার চেষ্টা।

এত অল্প সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিপুল কর্মযজ্ঞ বাংলায় এনেছেন, এভাবে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকাটি তুলে ধরা মুশকিল। মূল কথা হল মাত্র একটি দফতর নিয়ে এত অল্প সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি এই পরিমাণ কাজ করে থাকেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এমন অভিভাবকের দায়িত্বে যদি আগামী দিন থাকে পশ্চিমবঙ্গ, তাহলে আমাদের প্রিয় রাজ্যকে নতুন করে গড়ে তোলার লড়াই হবে অনেক বেশি কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ। একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, গতিশীল, মানবিক, দক্ষ, যোগ্য নেত্রী এবং প্রশাসক হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলের মাধ্যমে কাজ করে সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। সার্বিকভাবে বাংলাকে গড়ে তোলার দায়িত্বে তিনি আরও বেশি সফল এবং কার্যকর হবেন, তা তাঁর সদিচ্ছা এবং ইতিমধ্যেই কাজ করে দেখানো অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিচ্ছে।

অতি সংক্ষেপে সব কাজ উল্লেখ করা মুশকিল, তবুও একঝলক দেখে নেওয়া যাক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী হিসেবে বাংলাকে কী কী দিয়েছেন। অল্প সময়ে যাঁর এই কাজের গতি, তিনি নিশ্চয়ই বাংলার এবারের নবজাগরণের অভিযানে মা-মাটি-মানুষের

অগ্রগমনে সফল হচ্ছে। আসুন, বাংলার উন্নয়নযজ্ঞের সুদীর্ঘ তালিকাটিতে আমরা চোখ বোলাই।

মাত্র দেড় বছরে কিছু নমুনা

বাংলার জন্য নতুন ট্রেন

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি ইতিমধ্যেই চলছে

১) দুরন্ত
হাওড়া থেকে মুম্বই, হাওড়া থেকে নিউ দিল্লি, হাওড়া থেকে যশবন্তপুর, হাওড়া থেকে পুণে, হাওড়া থেকে পুরী, হাওড়া থেকে দিঘা এবং শিয়ালদহ থেকে দিল্লি

২) মেল এক্সপ্রেস ট্রেন
আসানসোল থেকে দিঘা, হাওড়া থেকে পুদুচেরি, কলকাতা থেকে আজমের, কলকাতা থেকে নাঙ্গলডাম, হাওড়া থেকে শিরডি, হলদিয়া থেকে চেন্নাই, সাঁতরাগাছি থেকে হাওড়া, হাওড়া থেকে সম্বলপুর, কলকাতা থেকে হাতিয়া, কলকাতা থেকে যশবন্তপুর, বালিয়া থেকে শালিমার, খড়্গপুর থেকে পুরুলিয়া, রামপুরহাট থেকে শিয়ালদহ, হাওড়া থেকে শিরডি-সাঁইনগর, আলিপুরদুয়ার থেকে লামডিং, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে অমৃতসর, শালিমার থেকে গোরখপুর, পুরী থেকে দিঘা, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে চেন্নাই, হাওড়া থেকে সত্যসাঁই প্রশান্তি নিলয়ম, চিত্তরঞ্জন থেকে কলকাতা, হলদিবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে বামনহাট, হাওড়া থেকে মেদিনীপুর, বর্ধমান থেকে ঝাড়গ্রাম, ঘাটশিলা থেকে হাওড়া, আলুয়াবাড়ি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি, অন্ডাল থেকে সাঁইথিয়া, কৃষ্ণনগর থেকে ফরাক্কা, মালদহ টাউন থেকে কোচবিহার, মালদহ টাউন থেকে বালুরঘাট, বর্ধমান থেকে মালদহ টাউন, আজিমগঞ্জ থেকে রামপুরহাট, রামপুরহাট থেকে বর্ধমান, বাঁকুড়া থেকে গোকুলনগর, হাওড়া থেকে বেলদা, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিয়ালদহ (সুপারফাস্ট), রাঁচি থেকে হাওড়া (ভায়া ঘাটশিলা এবং খড়্গপুর), রাঁচি থেকে হাওড়া (ভায়া আসানসোল), ফরাক্কা থেকে নবদ্বীপ ধাম (ভায়া আজিমগঞ্জ, কাটোয়া), শিয়ালদহ থেকে রামপুরহাট, নিউ দিল্লি থেকে হাওড়া যুব এক্সপ্রেস, হাওড়া থেকে গান্ধীধাম সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস, কলকাতা থেকে অমৃতসর এক্সপ্রেস, দিল্লি থেকে ফরাক্কা এক্সপ্রেস, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আনন্দবিহার এক্সপ্রেস, পুরুলিয়া থেকে হাওড়া এক্সপ্রেস, কলকাতা থেকে শিলচর এক্সপ্রেস (ভায়া নাগাঁও), গুয়াহাটি থেকে নিউ কোচবিহার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, বালুরঘাট থেকে নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস (ভায়া কিষানগঞ্জ), নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে নিউ জলপাইগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (ভায়া শিলিগুড়ি), ঝাড়গ্রাম থেকে পুরুলিয়া এক্সপ্রেস, বর্ধমান থেকে রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার, হাওড়া থেকে দিঘা (কাণ্ডারী এক্সপ্রেস), হাওড়া থেকে দিঘা (তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস)

৩) শহরতলির জন্য নতুন লোকাল ট্রেন (ইএমইউ)
হাওড়া থেকে সিঙ্গুর (আলোড়ন), ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া (মাতৃভূমি), কল্যাণী থেকে শিয়ালদহ (মাতৃভূমি), শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং (মাতৃভূমি), বনগাঁ থেকে শিয়ালদহ

(মাতৃভূমি), সোনারপুর থেকে ক্যানিং, হাওড়া থেকে খড়গপুর (মাতৃভূমি), হাওড়া থেকে মেমারি, শিয়ালদহ থেকে বিবাদী বাগ (ভায়া মাঝেরহাট), শিয়ালদহ থেকে বারুইপুর (মাতৃভূমি), হাওড়া থেকে বেলুড় মঠ, শিয়ালদহ থেকে কল্যাণী, শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং, শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট, রানাঘাট থেকে গেদে, রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর, শিয়ালদহ থেকে সোনারপুর, শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ, শিয়ালদহ থেকে বসিরহাট, রানাঘাট থেকে বনগাঁ, শিয়ালদহ থেকে কলকাতা, বারাসত থেকে হাসনাবাদ, হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর (তিনটি), হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল (দুটি), হাওড়া থেকে বাকইপাড়া, ব্যান্ডেল থেকে মেমারি, শিয়ালদহ থেকে ব্যারাকপুর (দুটি), শিয়ালদহ থেকে নৈহাটি (দুটি), শিয়ালদহ থেকে ডানকুনি, শিয়ালদহ থেকে হাবড়া, নৈহাটি থেকে রানাঘাট, শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর, শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং, বাঁকুড়া থেকে গোকুলনগর জয়পুর (এমইএমইউ), খড়্গপুর থেকে মেদিনীপুর (জঙ্গলমহল এম.ই.এম.ইউ), হাওড়া থেকে তারকেশ্বর, হাওড়া থেকে সিঙ্গুর, শিয়ালদহ থেকে নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে নামখানা, বারুইপুর থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে শিয়ালদহ, রানাঘাট থেকে শান্তিপুর, হাওড়া থেকে আমতা, হাওড়া থেকে পাঁশকুড়া, বারাসত থেকে শিয়ালদহ (মাতৃভূমি), কৃষ্ণনগর থেকে শিয়ালদহ (মাতৃভূমি)।

৪) মেট্রো পরিষেবার বিস্তার

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী হওয়ার আগে সারাদিনে ২১৪টি ট্রেন চলত। এ বছর ১৭ জানুয়ারি থেকে সেটি বেড়ে হয় ২২২। এরপর ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আরও বেড়ে এখন ট্রেনের সংখ্যা ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৩৬ (সোমবার থেকে শনিবার)। ফলে শেষ তিন মাসে মেট্রোর যাত্রীসংখ্যা লক্ষাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে আয়ও।

৫) এক্সপ্রেস ট্রেনের চলাচল বৃদ্ধি

হাওড়া থেকে কাটোয়া দুদিন থেকে রোজ
হাওড়া থেকে যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস একদিন থেকে চারদিন
শিয়ালদহ থেকে আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা চারদিন থেকে রোজ
শিয়ালদহ থেকে কোচবিহার উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস তিনদিন থেকে রোজ
শিয়ালদহ থেকে জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস তিনদিন থেকে রোজ
হাওড়া থেকে কাটোয়া পাঁচ থেকে ছদিন
হাওড়া থেকে বর্ধমান ছদিন থেকে রোজ
শিয়ালদহ থেকে জঙ্গিপুর এক্সপ্রেস রোজ

৬) অন্য রাজ্যের ট্রেন, কিন্তু লাভবান হয়েছে বাংলা, সময়সীমা বৃদ্ধি

নিউদিল্লি ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস ভায়া নিউ জলপাইগুড়ি সপ্তাহে পাঁচদিন থেকে ছদিন
নিউদিল্লি ভুবনেশ্বর রাজধানী এক্সপ্রেস ভায়া খড়গপুর দুদিন থেকে চারদিন
দীঘা থেকে আলিপুরদুয়ার, যে ট্রেনটির গন্তব্যস্থল এখন গুয়াহাটি, সেটি চলছে সপ্তাহে দুদিন

শিয়ালদহ নিউদিল্লি এক্সপ্রেস অমৃতসর পর্যন্ত এখন চলছে
হাওড়া থেকে ভুবনেশ্বর ধৌলি এক্সপ্রেস, পুরী পর্যন্ত এখন চলছে
শিয়ালদহ থেকে জয়পুর এক্সপ্রেস আজমেঢ় পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে
যাযা থেকে গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ডিব্রুগড় পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে
কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস, এটি একটি নতুন ট্রেন যেটা হাওড়া হয়ে যাচ্ছে
ডিব্রুগড় টাউন থেকে দশকপুর নতুন ট্রেন যেটা হাওড়া হয়ে যাচ্ছে
ডিব্রুগড় টাউন থেকে চণ্ডীগড় ভায়া নিউ জলপাইগুড়ি
নিউদিল্লি থেকে গুয়াহাটি রাজধানী ভায়া এনজেপি মুজাফ্‌ফরপুর
রাঁচি থেকে আজমের এক্সপ্রেস সপ্তাহে তিনদিন
টাটানগর থেকে হাতিয়া প্যাসেঞ্জার রোজ
কামাখ্যা থেকে এলটিটি(টি) এক্সপ্রেস সপ্তাহে একদিন

৭) যে ট্রেনগুলির যাত্রাপথের বিস্তার

হাওড়া থেকে বালিচক লোকাল খড়্গপুর পর্যন্ত, হাওড়া থেকে খড়্গপুর লোকাল মেদিনীপুর পর্যন্ত, হাওড়া থেকে পাঁশকুড়া বালিচক পর্যন্ত, হাওড়া মেচেদা পাঁশকুড়া (দু-জোড়া), হাওড়া থেকে তারকেশ্বর তালপুর পর্যন্ত, অণ্ডাল-সাঁইথিয়া প্যাসেঞ্জার রামপুরহাট পর্যন্ত, রাঁচি খড়্গপুর এক্সপ্রেস কলকাতা পর্যন্ত, কলকাতা-মুর্শিদাবাদ এক্সপ্রেস হাজারদুয়ারি পর্যন্ত, হাওড়া থেকে আগ্রা ক্যান্ট চম্বল এক্সপ্রেস মথুরা পর্যন্ত, শিয়ালদহ-কল্যাণী মাতৃভূমি রানাঘাট পর্যন্ত, ব্যান্ডেল-নবদ্বীপধাম কাটোয়া পর্যন্ত, হাওড়া-পোরবন্দর এক্সপ্রেস ওখা পর্যন্ত, রাঁচি থেকে বাঁকুড়া প্যাসেঞ্জার গড়বেতা পর্যন্ত, নবদ্বীপধাম-ফরাক্কা এক্সপ্রেস ফরাক্কা পর্যন্ত

এ বছরে রেল বাজেটে প্রস্তাবিত নতুন ট্রেন

দুরন্ত ২টি, বিবেক এক্সপ্রেস ১টি, কবিগুরু এক্সপ্রেস ৩টি, নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন ২১টি, নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেন ১টি, নতুন ডিইএমইউ ২টি, নতুন এমইএমইউ ৩টি, তিনটি দুরন্ত ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ল, একটি ট্রেন যাত্রাপথ বাড়ল, এছাড়া অন্য রাজ্যে একটি বিবেক এক্সপ্রেস, একটি কবিগুরু এক্সপ্রেস, একটি রাজধানী এক্সপ্রেস, এবং আর একটি এক্সপ্রেস ট্রেন যার ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে।

১) দুরন্ত

শিয়ালদহ-পুরী (এসি নয়) ত্রিসাপ্তাহিক
শালিমার-পাটনা দুরন্ত (ত্রিসাপ্তাহিক)

২) বর্ধিত সংখ্যক দুরন্ত পরিষেবা

মুম্বই সিএসটি - হাওড়া দুরন্ত এক্সপ্রেস / দু'দিন থেকে চার দিন
শিয়ালদহ - নিউদিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস / দু'দিন থেকে পাঁচ দিন

হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস / চার দিন থেকে পাঁচ দিন

৩) বিবেক এক্সপ্রেস
হাওড়া - ম্যাঙ্গালোর এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ভায়া পালঘাট

৪) কবিগুরু এক্সপ্রেস
হাওড়া - আজিমগঞ্জ এক্সপ্রেস (দৈনিক) ভায়া সাগরদিঘি
হাওড়া - বোলপুর এক্সপ্রেস (দৈনিক)
গোরক্ষপুর - হাওড়া এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)

৫) রাজ্যরানি এক্সপ্রেস
বাঁকুড়া - হাওড়া এক্সপ্রেস (ত্রি-সাপ্তাহিক)

৬) জন্মভূমি এক্সপ্রেস
হাওড়া - বোলপুর - রাজগীর - পাটলিপুত্র - বারাণসী - গয়া - হাওড়া

৭) এক্সপ্রেস ট্রেন
- আসানসোল - গোরক্ষপুর এক্স. (সাপ্তাহিক) - ছাপরা, সিওয়ান
- মালদা টাউন - দিঘা এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ভায়া রামপুরহাট
- হাওড়া - সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ভায়া খড়গপুর
- বর্ধমান - রামপুরহাট এক্সপ্রেস (ত্রি-সাপ্তাহিক)
- হাওড়া - তিরুপতি এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)
- পুরী - শালিমার এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)
- শালিমার - উদয়পুর এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ভায়া কাটনি, কোটা
- হাওড়া - মহীশূর এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ভায়া গোন্ডিয়া, আদিলাবাদ
- দিঘা- বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)
- কলকাতা - আজমের এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ভায়া আসানসোল
- কলকাতা - আগ্রা এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ভায়া কাশগঞ্জ, মথুরা
- হাওড়া - বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)
- হাওড়া - হাটিয়া এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)
- দিঘা - পুরী এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)
- খড়গপুর - বিল্লুপুরম এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ভায়া ভেলোর
- পুরুলিয়া - বিল্লুপুরম এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ভায়া মেদিনীপুর, খড়গপুর, ভেলোর
- আসানসোল - গঙ্গা এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ছাপরা, [illegible], জৌনপুর, অযোধ্যা
- আসানসোল - টাটানগর এক্সপ্রেস (ত্রি-সাপ্তাহিক), ভায়া পুরুলিয়া
- হাওড়া - জয়সলমের এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), ভায়া রায়বেরিলি
- হাওড়া - নান্দেড় এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)

শহরতলি পরিষেবা
- হাওড়া - উলুবেড়িয়া • হাওড়া -মেদিনীপুর • হাওড়া - খড়গপুর • হাওড়া - সিঙ্গুর

• হাওড়া - মেমারি • হাওড়া - বর্ধমান • হাওড়া - হরিপাল - তারকেশ্বর • হাওড়া - কোলাঘাট • হাওড়া - স্বরূপনগর • শিয়ালদহ - ক্যানিং/জয়নগর মজিলপুর • শিয়ালদহ - কাকদ্বীপ - নামখানা • শিয়ালদহ - সোনারপুর • শিয়ালদহ - বারুইপুর - ডায়মন্ডহারবার • শিয়ালদহ - বারাসত - হাসনাবাদ • শিয়ালদহ - ঠাকুরনগর • শিয়ালদহ - বারাসত - কল্যাণী • শিয়ালদহ - নৈহাটি - রানাঘাট - গেদে • শিয়ালদহ - শান্তিপুর - কৃষ্ণনগর • শিয়ালদহ - কল্যাণী • শিয়ালদহ - ব্যারাকপুর • শিয়ালদহ - বজবজ • শিয়ালদহ - ডানকুনি • কল্যাণী - রানাঘাট - শান্তিপুর • হাওড়া - শেওড়াফুলি - ব্যান্ডেল • শিয়ালদহ - বসিরহাট

• সর্বোচ্চ মুহূর্তে কল্যাণী/কৃষ্ণনগর থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবার প্রস্তাব গৃহীত। দুটি ট্রেন সরাসরি বর্ধমান ও হাওড়ার মধ্যে (কোথাও থামিবে না) প্রস্তাবিত।

৭) কলকাতা মেট্রোতে আরও নতুন ৩৫টি ট্রেনের সংযোজন প্রস্তাবিত

৮) নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেন
শিলিগুড়ি - দিনহাটা প্যাসেঞ্জার (দৈনিক)

৯) ডি এম ইউ
শিয়ালদহ - জঙ্গিপুর
রাধিকাপুর - নিউ জলপাইগুড়ি
শিয়ালদহ - ভগবানগোলা - লালগোলা
শিয়ালদহ - বহরমপুর কোর্ট

১০) এম ই এম ইউ
রাঁচি - আসানসোল
মেদিনীপুর - ঝাড়গ্রাম
ঝাড়গ্রাম - পুরুলিয়া

১১) ট্রেনের বর্ধিত যাত্রা
আজমের-কিষাণগঞ্জ এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত

১২) বহির রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের ট্রেন
বিবেক এক্সপ্রেস
ডিব্রুগড় - তিরুবনন্তপুরম - কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)
কবিগুরু এক্সপ্রেস
গুয়াহাটি - জয়পুর এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ভায়া কিশানগঞ্জ, ফতেয়াবাদ, গোরখপুর
বর্ধিত ট্রেন পরিষেবা
নিউ দিল্লি - ডিব্রুগড় রাজধানী - এক্সপ্রেস ৬ দিন থেকে দৈনিক

যাত্রীদের জন্য ছাড়ের সুবিধা

কোনও স্তরে ট্রেনের যাত্রী ভাড়া বাড়েনি।
বরং বিভিন্ন ছাড়-প্রকল্পে লাভবান হয়েছেন যাত্রীরা।

(১) **ইজ্জত।** দেশের দরিদ্রতম ও অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য এটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি যুগান্তকারী প্রকল্প। এই প্রকল্পে মাত্র ২৫ টাকার মান্থলি টিকিটে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত লোকাল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভ্রমণ করা যাবে। মাসে ১৫০০ টাকা আয় করেন এমন ব্যক্তিরাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্প দুর্দান্ত জনপ্রিয় হয়েছে।

(২) **সাংবাদিকদের ছাড়।** রেলভ্রমণে এতদিন ৩০ শতাংশ ছাড় পেতেন সাংবাদিকরা। কিন্তু, সেই প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত জটিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দায়িত্ব নিয়ে এই ছাড় ৫০ শতাংশ করেছেন। প্রক্রিয়াটিরও সরলীকরণ হয়েছে। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার স্বীকৃত সাংবাদিকদের রেলই এই শংসাপত্র দিয়েছে। একইসঙ্গে সাংবাদিকের স্ত্রী ও সন্তানদের বছরে দু'বার ৫০ শতাংশ ছাড়ে মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

(৩) **ছাত্রছাত্রীদের নিখরচায় রেলভ্রমণ।** লোকাল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেনে স্কুল ও কলেজে যাওয়ার জন্য ছাত্রীদের স্নাতক স্তর পর্যন্ত ও ছাত্রদের বারো ক্লাস পর্যন্ত রেল ভ্রমণ নিখরচায় করার ব্যবস্থা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৪) **ছাড় মাদ্রাসা ছাত্রদেরও।** মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসা, সিনিয়র মাদ্রাসার পড়াশোনার ক্ষেত্রে রেলভ্রমণও নিখরচায় করেছেন রেলমন্ত্রী। মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসা সর্বক্ষেত্রের ছাত্র-ছাত্রীরাই এই সুযোগ পাবেন। আবেদন করলে রেলই নিখরচায় মান্থলি টিকিটের ব্যবস্থা করবে। মেট্রো ভ্রমণের ক্ষেত্রেও ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাবেন ছাত্রছাত্রীরা। একই সুবিধা ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫) **চলচ্চিত্র জগতের জন্য ছাড়।** ছবি সংক্রান্ত কাজে যখন কলাকুশলীরা ট্রেনে ভ্রমণ করবেন, তখন তাঁদের ৭৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে দ্বিতীয় শ্রেণিতে। ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে প্রথম শ্রেণি, এসি চেয়ারকার, এসি থ্রি-টিয়ার ও এসি টু-টিয়ারে। রাজধানী, শতাব্দী ও জনশতাব্দীর মতো দ্রুতগতির ট্রেনগুলিতেও কলাকুশলীরা একই সুবিধা ভোগ করবেন।

(৬) **ক্যানসার রোগীদের জন্য।** ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য দূরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে একটি মানবিক প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসি থ্রি-টিয়ার ও স্লিপার ক্লাসে ৭৫ শতাংশ ছাড়ের সুযোগ রোগী ও তাঁর সহযাত্রী পাবেন। এক্ষেত্রে রেলমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশ রয়েছে, যখনই কোনও ক্যানসার রোগী আবেদন করবেন তখন সবার আগে তাঁর টিকিটটি কনফার্ম করার ব্যবস্থা করবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

(৭) **ই-টিকিটে ছাড়।** ই-টিকিট কাটলে এতদিন পরিষেবা মূল্য যা দিতে হত স্লিপার ক্লাসের ক্ষেত্রে ১৫ টাকা দিতে হত, এখন দিতে হবে ১০ টাকা। এসি কোচে ভ্রমণের ক্ষেত্রে দিতে হত ৪০ টাকা, এখন দিতে হবে ২০ টাকা।

(৮) **প্রতিবন্ধীদের সুবিধা।** এতদিন প্রতিবন্ধীরা রাজধানী এবং শতাব্দীর মতো দ্রুতগামী ছাড় পেতেন না। রেলমন্ত্রী প্রস্তাব রেখেছেন এখন থেকে প্রতিবন্ধীরা এই দুই ট্রেনেও তাঁদের নির্দিষ্ট ছাড় পাবেন।

(৯) **কৃতীদের ছাড়।** বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য যাঁরা কীর্তি এবং শৌর্য চক্র পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁরা রাজধানী ও শতাব্দী এক্সপ্রেসে প্রাপ্য সুবিধাগুলি এখন থেকে পাবেন।

(১০) **দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া সৈনিকদের পরিবারকে ছাড়।** অবিবাহিত অবস্থায় দেশের জন্য লড়াই করে প্রাণ দেওয়া যে সৈনিক যাঁরা পরমবীর চক্র, অশোক চক্র মরণোত্তর পেয়েছেন তাঁদের পরিবারকে রেলভ্রমণের ক্ষেত্রেও ছাড়ের ব্যবস্থা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১১) **প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ছাড়।** ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে সিনিয়র সিটিজেনদের ছাড়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন রেলমন্ত্রী। মহিলারা ৫৮ বছর হলেই এখন থেকে রেল ভ্রমণে ৫০ শতাংশ ছাড় পাবেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে ছাড় ৩০ থেকে বেড়ে ৪০ শতাংশ করার ঘোষণা সর্বশেষ রেল বাজেটে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলায় ১৯টি কারখানা ও শিল্পোদ্যোগ প্রকল্প

ডানকুনিতে ইলেকট্রিক্যাল লোকো কম্পোনেন্ট ফ্যাক্টরি
ডানকুনিতে ডিজেল লোকো কম্পোনেন্ট ফ্যাক্টরি
নোয়াপাড়াতে মেট্রো কোচ রিহ্যাবিলিটেশন ফ্যাক্টরি
কাঁচরাপাড়া-হালিশহরে রেলওয়ে কমপ্লেক্স নিউ কোচ ফ্যাক্টরি
সিঙ্গুরে কিষাণ ভিশন প্রকল্প
শালিমারে অটো হাব
খড়গপুরে ওয়াগন প্রোটোটাইপিংয়ে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের উৎকর্ষতা
ওয়াগন তৈরির কারখানা জেভি (পিপিপি) কুলটি (বর্ধমান)
আদ্রাতে ১০০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট
অন্ডাল (আদ্রা)তে কোচের মিডলাইফ রিহ্যাবিলিটেশনের কারখানা
ঝিনবিরিয়াতে কম্পোজিট ব্রেক ব্লক তৈরির কারখানা
নিউ জলপাইগুড়িতে রেল এক্সেল তৈরির কারখানা
আদ্রাতে সিমেন্ট বগি কোচের জন্য এবং রেফ্রিজারেটেড কন্টেনার তৈরির কারখানা
কোচবিহারে রেলের ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস তৈরির কারখানা
বেলিয়াতে ওয়াগনের কম্পোনেন্ট তৈরির কারখানা
হলদিয়াতে ডিজেল মাল্টিপল ইউনিট তৈরির কারখানা

দার্জিলিংয়ে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য সেন্টার অব এক্সেলেন্স
উলুবেড়িয়াতে ট্র্যাক মেশিন তৈরির কারখানা
টিকিয়াপাড়া এবং শিয়ালদহে মেকানাইজড লন্ড্রি

যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব আনতে প্রকল্প

জনাই থেকে বাকসা
ডানকুনি থেকে জোড়গোলপাড়া-ফুরফুরা শরিফ-জাঙ্গিপাড়া হয়ে বড়গাছিয়া
বালুরঘাট থেকে হিলি
শালবনি থেকে ঝাড়গ্রাম ভায়া লালগড়, বেলপাহাড়ি
দিঘা থেকে পুরী ভায়া জলেশ্বর
বিষ্ণুপুর থেকে মুকুটমণিপুর
সামসি থেকে ডালখোলা
কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুর ভায়া চাপড়া, করিমপুর
তারকেশ্বর থেকে মগরা লাইন পুনর্নির্মাণ (জামালপুর হয়ে)
কালিয়াগঞ্জ থেকে বুনিয়াদপুর
পাঁশকুড়া-ঘাটাল-চন্দ্রকোণা এবং ঘাটাল থেকে আরামবাগ
নামখানা থেকে বকখালি
জয়নগর থেকে রায়দিঘি
হাসনাবাদ থেকে সামশেরনগর
আরামবাগ থেকে খানা
ক্যানিং থেকে গোসাবা ভায়া বাসন্তী
কাকদ্বীপ থেকে কপিলমুনি (সাগর)
চালসা থেকে জলঢাকা
ঘটকপুকুর থেকে মিনাখাঁ
বারুইপাড়া থেকে ফুরফুরা শরিফ হয়ে আরামবাগ
কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপঘাট হয়ে নবদ্বীপধাম পর্যন্ত সম্প্রসারণ
মছলন্দপুর থেকে স্বরূপনগর
সাঁইথিয়া থেকে চৌরীগাছা ভায়া কান্দি
সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম
কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুর ভায়া চাপড়া
দিঘা থেকে জলেশ্বর
হাসনাবাদ থেকে হিঙ্গলগঞ্জ
বালুরঘাট থেকে হিলি
কালিয়াগঞ্জ থেকে বুনিয়াদপুর
গোয়ালচণ্ডী থেকে আরামবাগ
তারকেশ্বর থেকে মগরা
গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ, খিদিরপুরকে ব্রেস ব্রিজ রোড আর সন্তোষপুরের সঙ্গে সংযোগস্থাপন
খানা থেকে চাকলা

আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রকল্প

আজিমগঞ্জ থেকে মুর্শিদাবাদ ও ভাগীরথী নদীর উপর ব্রিজ
রামপুরহাট থেকে শিয়ালডিহা
নিউ ময়নাগুড়ি নিউ কোচবিহার থেকে গোলোকগঞ্জ

ন্যারো গেজ থেকে ব্রডগেজে পরিবর্তন

আহমেদপুর থেকে কাটোয়া
কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুর
অম্বুজবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি

ডবল লাইন প্রকল্প

টালা থেকে মাঝেরহাট প্রিন্সেপঘাট হয়ে
রামপুরহাট থেকে মুরারই তৃতীয় লাইন
ডানকুনি থেকে বালি তৃতীয় লাইন
নৈহাটি থেকে রানাঘাট তৃতীয় লাইন
কৃষ্ণনগর থেকে লালগোলা
ব্যান্ডেল থেকে শক্তিগড় তৃতীয় লাইন
ঘুটিয়ারি শরিফ থেকে ক্যানিং
দক্ষিণ বারাসত থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর
ত্রিবেণী থেকে অম্বিকা কালনা
মগরাহাট থেকে ডায়মন্ডহারবার
নালিকুল থেকে তারকেশ্বর
বেথুয়াডহরি থেকে পলাশী
কাটোয়া থেকে পাটুলি
শান্তিপুর থেকে কালীনারায়ণপুর
লালগোলা থেকে জিয়াগঞ্জ
আজিমগঞ্জ থেকে মণিগ্রাম
নলহাটি থেকে সাগরদিঘি
তমলুক থেকে বসুলিয়া সুতাহাটা
মাইল এবি থেকে নিউআলিপুর

মহানগরীর ঐতিহাসিক চারটি মেট্রো প্রকল্প

জোকা থেকে বিবাদী বাগ ভায়া মাঝেরহাট
নোয়াপাড়া থেকে বারাসত ভায়া বিমানবন্দর
দমদম থেকে নিউ গড়িয়া ভায়া রাজারহাট
বরানগর থেকে ব্যারাকপুর এবং বরানগর থেকে দক্ষিণেশ্বর

শহরতলিকে মেট্রো প্রকল্পে জুড়ে দেওয়ার যুগান্তকারী উদ্যোগ

জোকা থেকে ডায়মন্ডহারবার
বারুইপুর থেকে কবি সুভাষ
হাওড়া ময়দান থেকে শ্রীরামপুর ভায়া ডানকুনি, সিঙ্গুর
হাওড়া ময়দান থেকে বেলুড়
হাওড়া ময়দান থেকে ধুলাগড় (সাঁতরাগাছি হয়ে)
জোকা থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার
ব্যারাকপুর থেকে কল্যাণী

নতুন লাইনের সমীক্ষা

হাসনাবাদ-মছলন্দপুর, সেবক-সিকিম, বাগদা-শ্যামপুর, সেবক-কালিম্পং, কাটোয়া-করিমগঞ্জ, নন্দকুমার-ময়না (বালাইপাণ্ডা), বেলদা-নরেনগড়, আলিপুরদুয়ার-রাজাভাতখাওয়া, হলদিয়া-সাগর-রায়চক, ঝাড়গ্রাম-খাতড়া-রায়পুর-মুকুটমণিপুর

গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভিশন

দার্জিলিংয়ে সফটওয়্যার উন্নতিকরণের জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র
উলুবেড়িয়ায় ট্র্যাক মেশিন উৎপাদন
টিকিয়াপাড়া এবং শিয়ালদহে যান্ত্রিক ধৌতিকরণ
সুইপুর প্রকল্প - মূল প্রকল্প শিলিগুড়ি, শিয়ালদহ এবং হাওড়া
উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে শিবপুর, যাদবপুর এবং আইআইটি/খড়্গপুরের সহযোগিতা
ডানকুনিতে কোচিং টার্মিনাল
ফ্রন্টলাইন স্টাফদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - খড়্গপুর
কার্শিয়াংয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
মসলন্দপুরে পলিটেকনিক
দার্জিলিংয়ে নতুন করে রেলের উদ্যোগে রোপওয়ে প্রকল্প
পর্যটকদের জন্য হেরিটেজ ট্রেনে 'আকবরীয় জয় রহিত'

যাত্রী সুবিধায় অভিনব ভাবনা

'মুশকিল আসান' মোবাইল টিকেটিং ভ্যান
হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক নাগরিকদের জন্য ব্যাটারিচালিত গাড়ি পরিষেবা
প্রবীণদের সুবিধার্থে লাগেজ বহনের জন্য হাওড়া স্টেশনে রেলসেবক

আসানসোলে আরপিএসএফ মহিলা ব্যাটেলিয়ন কমপ্লেক্স নির্মাণ
নিউ কোচবিহার এবং কাশিয়াঙে আরপিএসএফ ব্যাটেলিয়নের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ডানকুনি, রসিয়া এবং নিউ কোচবিহারে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
নিউ কোচবিহারে সিসি ডিভিশনের উদ্বোধন

মানুষের দাবিতে নতুন হল্ট স্টেশন
রানাঘাট-কল্যাণী শাখার কুপার্স হল্ট স্টেশন উদ্বোধন
প্রণবানন্দ হল্ট স্টেশন নির্মাণকার্য (নিউ গড়িয়া)
বাগাবাড়ীন ও বারাকপুর স্টেশনের মধ্যে রামঠাকুর হল্ট স্টেশন শিলান্যাস
খানা সিকের নিকটে ঈশানচণ্ডী হল্ট স্টেশনের শিলান্যাস
কামারকুণ্ডা হল্ট স্টেশনের নির্মাণকার্য

যাত্রী সুবিধার্থে স্টেশনে প্রকল্প

সাউথ ইস্টার্ন রেল
সাঁতরাগাছি প্রান্তিক স্টেশন হিসাবে উন্নতিকরণ
শালিমার প্রান্তিক স্টেশন হিসাবে উন্নতিকরণ
সাঁকরাইল - পণ্য পরিবহনের প্রান্তিক কেন্দ্র
সাঁতরাগাছি - যাত্রী পরিষেবার উন্নতিকরণ
হিজলি স্টেশনের উন্নতিকরণ

ইস্টার্ন রেল
দমদম জংশন স্টেশনে ফুটব্রিজের সংযোজনের প্রস্তাব
উল্টাডাঙি ব্রিজের নিচে নতুন রেললাইন সংযোগ
কৃষ্ণনগর সিটি জংশন স্টেশনে ১৫ কোচ ইএমইউ রাখার ব্যবস্থা
কল্যাণী জংশন স্টেশনে ১৫ কোচ ইএমইউ রাখার ব্যবস্থা

এন এফ রেল
পাকনহাটি, গিনহাটি, শিবাহাটি-এর উন্নতিকরণ
একলাখি-বালুরঘাট সেকশনের কাজ

মেট্রো রেল কলকাতা
মেট্রো রেলে অতিরিক্ত আপৎকালীন ক্রস ওভার-এর সংযুক্তিকরণ

রোলিং স্টক চিত্তরঞ্জন
২০১১-১২-তে চিত্তরঞ্জনে ১৮০০ কোটি টাকা মূল্যের
বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন উৎপাদনের আশা।

শিক্ষা

রেলের ইনস্টিটিউটগুলির সংস্কারের কাজ নেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল

১) এ পি রায় ইনস্টিটিউট, বেহালা
২) বি সি রায় ইনস্টিটিউট, শিয়ালদহ
৩) সৈকত ইনস্টিটিউট, আলিপুরদুয়ার
৪) খড়্গপুর ও সাঁতরাগাছি ইনস্টিটিউট

নতুন কমিউনিটি হল

বর্ধমান এবং শালবনি নতুন কমিউনিটি হলের নির্মাণ

ক্রীড়া অ্যাকাডেমি

তীরন্দাজি ও টেবল টেনিস অ্যাকাডেমি, হাওড়া
টেবল টেনিস অ্যাকাডেমি, শিলিগুড়ি

স্টেডিয়াম

সত্যজিৎ রায় ইন্ডোর স্টেডিয়াম, বেহালা
আউটডোর স্টেডিয়াম, নিউজলপাইগুড়ি ও কসবা

জাদুঘর

রবীন্দ্র মিউজিয়াম, হাওড়া
গীতাঞ্জলি মিউজিয়াম, বোলপুর
শম্ভু মিত্র মঞ্চ, হাওড়া

মহাবিদ্যালয়

মাঝেরহাট এবং গার্ডেনরিচ নার্সিং কলেজ

হাসপাতাল

টালিগঞ্জে তপন সিন্হা মেমোরিয়াল হাসপাতাল
বারাসত ও পাথরচাপুড়িতে পিপিপি মডেলে হাসপাতালের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি

সংস্কৃতি ও মনীষীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

১) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে সংস্কৃতি এক্সপ্রেস
২) শতবর্ষে শান্তির দূত মাদার টেরিজা স্মরণে মাদার এক্সপ্রেস
৩) দিল্লিতে কমনওয়েলথ গেমস উপলক্ষে প্রদর্শনী ট্রেন
৪) মেধাকে স্বীকৃতি দিতে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি ট্রেন
৫) সার্ধশতবর্ষের প্রাক্কালে বিবেক এক্সপ্রেস
৬) ঋষি অরবিন্দ স্মরণে অরবিন্দ এক্সপ্রেস

নতুন সংগঠন

১) হেরিটেজ ও কালচার কমিটি
২) রেলওয়ে কালচারাল প্রোমোশন বোর্ড

যাত্রী এবং কর্মীদের মুখ্য সুযোগ-সুবিধার প্রকল্প

সিঙ্গুর, হাওড়া সমেত ৬টি মুখ্য সাবওয়ে এবং ফুট ওভারব্রিজ
হাওড়া এবং ৭টি মেট্রো রেলওয়ে স্টেশনে চলমান সিঁড়ি
হাওড়া এবং শিয়ালদহ ডিভিশনের শহরতলির স্টেশনগুলির উন্নতিকরণ

হাওড়া স্টেশনে ট্রাফিক এবং পার্কিংয়ের সুবিধা
লিলুয়ার রেল হাসপাতালের উন্নতিকরণ কর্মীদের সুবিধার উদ্দেশ্যে
কাশিপুরে নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের স্থাপনা
হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে ইকো পার্ক-এর উন্নতি

রোড ওভারব্রিজ এবং রোড আন্ডারব্রিজ

কাজ শেষের পথে

(রোড ওভারব্রিজ)

লিলুয়া, ব্যান্ডেল গেট, সোনারপুর, বিরাটি, বারাসত, মধ্যমগ্রাম, বামনগাছি, ব্যারাকপুর, বর্ধমান, বারুইপুর, দুর্গাপুর, বালিগঞ্জ এবং বজবজের মাঝখানে, সোদপুর এবং খড়দহের মাঝখানে, বেলঘরিয়া এবং আগড়পাড়ার সেকশনে লিলুয়া এবং শ্রীরামপুরের মাঝখানে, ডানকুনি, বাকইপাড়া এবং কামারকুণ্ডু, খেঁড়ান এবং মশাগ্রামের মাঝখানে, সমুদ্রগড় এবং নবদ্বীপধামের মাঝখানে, মিরপুর, হাওড়ার উল্লিখিত ব্রিজটি নতুন করে তৈরি করা হবে, বর্তমানে দুই লেনের ওভারব্রিজের পরিবর্তে চার লেনের ওভারব্রিজ, হাওড়া স্টেশন ব্রিজটি নতুনভাবে নির্মাণ করা হবে, চন্দ্রপুরিয়া, ব্রেসব্রিজ এবং সন্তোষপুরের মাঝে, খড়গপুর (পুরী গেট), কেলুয়াকেশল ও বাঁকুড়ার মাঝখানে (ভাদুলমোড়), বাগনান, রাজবাটি (মেদিনীপুর), বালিচক, বাসুগ্রাম (টিটিন রোড), কাশিপাহাড়ি এবং ঝাড়গ্রামের মাঝে (আন্দুল-মেদিনীপুর সেকশন), উলুবেড়িয়া, কোন্নগর এবং শ্রীরামপুরের মাঝখানে, দমদম এবং নিউ গড়ের মাঝখানে

(রোড আন্ডারব্রিজ)
হাওড়া ডিভিশনে লেভেল ক্রসিং গেট ২০ নম্বরের বদলে, কাটোয়া-আজিমগঞ্জ সেকশনে লেভেল ক্রসিং গেট ২৪/২, ২৪/৭, ২৪/৮, ২৪/৯, ২৪/১০, ২৪/এ/১৩, ২৬এ/৩, ২৬/এ/৪, নিউ আলিপুর বজবজের মাঝখানে

এ বছরের রেল বাজেটে অনুমোদিত
(রোড ওভারব্রিজ)

বাঁশবেড়িয়া ও ব্যান্ডেলের মাঝে, অম্বিকা কালনা ও বাদীগ্রামের মাঝে, দেবীপুর, আদি সপ্তগ্রাম ও মগরা স্টেশনের মাঝে, ব্যান্ডেল ও আদি সপ্তগ্রাম স্টেশনের মাঝে, গুসকরা এবং পিচকুড়ির ঢাল স্টেশনের মাঝে, মুরারই ও নলহাটির মাঝে, নলহাটি ও রামপুরহাট স্টেশনের মাঝে, তৈলপাটি স্টেশনে, শেওড়াফুলি ও দিয়ারা স্টেশনের মাঝে, বাকিনগর ও তারকেশ্বর স্টেশনের মাঝে, লোহাপুল (বোলপুর), অন্ডাল ও সাঁইথিয়া স্টেশনের মাঝে, পানাগড় ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে, হাওড়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের মাঝে, উখরা ও পারাডুবির মাঝে (চান্ডিল-পুরুলিয়া সেকশন), পুরুলিয়া ও গৌরীনাথ ধাম স্টেশনের মাঝে (পুরুলিয়া

কেবিশিলা সেকশন), কোলাঘাট ও পাঁশকুড়ার মাঝে, আন্দুল ও সাঁকরাইলের মাঝে, খড়্গপুর ও গোকুলপুরের মাঝে, নলপুর ও বাউড়িয়া স্টেশনের মাঝে, বালদা ও কেবিশিলার মাঝে দুটি রোড ওভারব্রিজ (দুটি কেবিশিলা সেকশন)

(রোড আন্ডারব্রিজ)
বেলানগর, লিলুয়া, টাটানগর-মহুয়ামিলান-আসানসোল, খড়দহ, সোনারপুর, বারুইপুর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, হাওড়া, আলিপুরদুয়ার

স্টেশনের নামকরণে সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে স্মরণ

বিনপুর (বনমালী) স্টেশনটির নাম আশাপূর্ণাদেবী
তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর নতুন লাইনে গোকুলনগর এবং বিষ্ণুপুর স্টেশনের মাঝের স্টেশনের নামকরণ হয়েছে বীরসা মুন্ডা
ভাদুতলা স্টেশনটির নাম হয়েছে জঙ্গলমহল
কালীনারায়ণপুরে চূর্ণী রেলব্রিজের নামকরণ ডি এল রায় সেতু

মনীষীদের নামে স্টেশনের নামকরণ

টালিগঞ্জ থেকে নিউ গড়িয়া

টালিগঞ্জ স্টেশনটির নাম হয়েছে মহানায়ক উত্তমকুমার
কুঁদঘাট স্টেশনটির নাম হয়েছে নেতাজি
বাঁশদ্রোণী স্টেশনটির নাম হয়েছে মাস্টারদা সূর্য সেন
নাকতলা স্টেশনটির নাম হয়েছে গীতাঞ্জলি
গড়িয়া বাজার হয়েছে কবি নজরুল
ব্রিজি স্টেশনটির নাম হয়েছে শহিদ ক্ষুদিরাম
নিউ গড়িয়া হয়েছে কবি সুভাষ

দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো প্রকল্প

নোয়াপাড়া স্টেশনটির নাম হয়েছে মা সারদা
বরানগর স্টেশনটির নাম হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ
দক্ষিণেশ্বর স্টেশনটির নাম হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ

নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর ভায়া রাজারহাট স্টেশনগুলির নাম

নিউ গড়িয়ার নাম হয়েছে কবি সুভাষ
সত্যজিৎ রায় স্টেশনটির নাম অপরিবর্তিত থাকবে
মুকুন্দপুর স্টেশনটির নাম হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী

কালিকাপুর হয়েছে কবি সুকান্ত
রুবি হাসপাতাল হয়েছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
বানতলা রোড হয়েছে ঋত্বিক ঘটকের নামে
সায়েন্স সিটি হয়েছে বরুণ সেনগুপ্ত
চিংড়িঘাটা হয়েছে গৌরকিশোর ঘোষ
সেক্টর ফাইভ হয়েছে আই টি সেন্টার
সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট- ২ হয়েছে কলাক্ষেত্র
সিটি সেন্টার হয়েছে সিধুকানু
রাজারহাট হয়েছে রবীন্দ্রতীর্থ
বিমানবন্দরের নাম হয়েছে জয় হিন্দ
এছাড়া ভিআইপি বাজার, মিলন পার্ক, টেকনোপলিস, বিকাশনগর,
সাব-বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট - ১, সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট - ১, নিউ টাউন,
কনভেনশন সেন্টার, সাব-সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট-২, ভিআইপি রোড
এবং এয়ারপোর্টে নামকরণ পরে করা হবে।

দমদম থেকে বারাসত ভায়া বিমানবন্দর

দমদম ক্যান্টনমেন্ট হবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
যশোর রোড হবে জীবনানন্দ
বিমানবন্দর হবে জয় হিন্দ
বিরাটি হবে লোকনাথ
নিউ ব্যারাকপুর হবে মাদার টেরিজা
মধ্যমগ্রাম হবে বিশ ঠাকুর
হৃদয়পুরের নাম হবে বিভূতিভূষণ
এবং বারাসত স্টেশনটির নাম অপরিবর্তিতই থাকবে।

বরানগর থেকে ব্যারাকপুর
বরানগরের নাম হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ
কামারহাটির নাম হয়েছে কৃষ্ণকলি
আগরপাড়া হয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
সোদপুরের নাম হয়েছে গান্ধী আশ্রম
পানিহাটির নাম হয়েছে শরৎচন্দ্র
সুভাষনগর নামটি অপরিবর্তিতই থাকছে
খড়দহে ঋষি বঙ্কিম
সিইএসসি নামটি হয়েছে ডা: রাজেন্দ্রপ্রসাদ
টিটাগড়ের নাম হয়েছে শাহনওয়াজ খান
তালপুকুরের নাম হয়েছে অনুকূল
ব্যারাকপুরের নাম মঙ্গল পাণ্ডে

বাংলাজুড়ে যাত্রী সংরক্ষণ কেন্দ্র

(কম্পিউটারাইজড রিজার্ভেশন সিস্টেম)

কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, ধূপগুড়ি, তুফানগঞ্জ, চ্যাংরাবান্ধা, মাথাভাঙা, মুকনা, কোচিনাপুকুর, নবগ্রাম, নন্দকুমার, দুর্গাচক টাউন, মালদা, ঘাটাল, কাঁথি, চন্দ্রকোনা, প্রতাপদিঘি, এগরা, নিউ আলিপুর, শ্রীরামপুর, ঠাকুরনগর, বেহালা ১৪ বাসস্ট্যান্ড, পানিহাটি, চাকুরিয়া, নাকিপুল, চাকদহ, সুকিয়া স্ট্রিট, বড়বাজার শরিফ, মহেশতলা, চাকলা, তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন কাউন্টার, সাগর, পাথরপ্রতিমা, বি এন আর রোড (আসানসোল), ভবানীপাড়ি, হাতিয়াড়া, কালকাটা, কাকুড়গাছি, গোকুলপাড়া, কুলেমপুর, নিউ মালবাজার, কার্শিয়াং, ওল্ড মালদহ, ঘুম, জলপাইগুড়ি রোড, হলদিবাড়ি, রাজিবপুর, বেলঘরিয়া, আন্দুল, বাউড়িয়া, দীঘা, শালবনি, শীতলকুচি, আমতা, বীরমিত্রপুর, কলাইকুন্ডা, মধুপুর, সালার, আজিমগঞ্জ, ধুলিয়ান, মুড়াগাছা, নলহাটি, অম্বিকা কালনা, সিঙ্গুর, কুলটি, কুমারডুবি, সীতারামপুর, পানাগড়, হাবড়া, হাসনাবাদ, বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, জয়নগর মজিলপুর, কাকদ্বীপ, নামখানা, সিউড়ি, মল্লারপুর, সোনারপুর, রামগ্রাম, কীর্ণাহার, অশোকনগর, সিউড়ি, কলকাতা ক্যান্টনমেন্ট, বেলডাঙা, বোলপুর, খড়দহ, বহরমপুর রোড, বজবজ, ঝিলিমিলি, জঙ্গল, মেদিনী, শক্তিগড়, পুরুলিয়া, বেথুয়াডহরি, বেলডাঙা, শান্তিপুর, পলাশী, সাগরদিঘি, চম্পাহাটি, আড়ংপাড়া, সিউড়ি, তিলজলা, ইন্দপুর, তারাপীঠ রোড, উত্তরপাড়া, মধ্যমগ্রাম।

বহুমুখী অত্যাধুনিক স্টেশন (এম এফ সি)

আলিপুরদুয়ার জংশন, দার্জিলিং, হলদিয়া, কাকদ্বীপ (গঙ্গাসাগর), নিউ আলিপুর, বর্ধমান, দিঘা, রামপুরহাট, শিলিগুড়ি, তারাপীঠ রোড, বাঁশদ্রোণী, আমাড়া, আসানসোল, বালুরঘাট, বাঁকুড়া, ব্যারাকপুর, চাকুরিয়া, দুর্গাপুর, ঝাড়গ্রাম, কল্যাণী, কৃষ্ণনগর সিটি, জলপাইগুড়ি, মাঝেরহাট, মালদা টাউন, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপধাম, নৈহাটি, নিউ ফরাক্কা, নিউ মাল জং, সিউড়ি, রানিগঞ্জ, বেলুড় মঠ, বিষ্ণুপুর, তারকেশ্বর, আদ্রা, মেদিনীপুর, তমলুক, পুরুলিয়া, ঠাকুরনগর, সাগরদিঘি, জঙ্গিপুর, বহরমপুর, নবদ্বীপ, কুলটি, বোলপুর, ডায়মন্ডহারবার, নৈহাটি, উত্তরপাড়া।

'আদর্শ' স্টেশন

আদিসপ্তগ্রাম, আদ্রা, আগরপাড়া, আহমেদপুর, আকড়া, আলিপুরদুয়ার, অম্বিকা কালনা, আমতা, আন্দুল, আড়কাটি, আসানসোল, আজিমগঞ্জ সিটি, বাজকুল, বাগবাজার, বাগবাহীন, বাগনান, বৈদ্যবাটি, বালিচক, বালিগঞ্জ জং, বালুরঘাট, ব্যান্ডেল, বাঁকুড়া, বার্নপুর, বাঁশবেড়িয়া, বাঁশপানি, বারুই, বারাসত, বর্ধমান, বসিরহাট, ব্যারাকপুর, বারুইপাড়া, বারুইপুর জং, বসিরহাট, বাউড়িয়া, বিবাদী বাগ, বোলপুর, বেলানগর, বেলঘরিয়া, বেলডাঙা, বেলুড়, বেলুড় মঠ, বহরমপুর কোর্ট, ভদ্রেশ্বর, ভাসিলা, বিধাননগর, বিদ্যাসাগর, চিনা, সিউড়ি, চাঁদনগর, বোলপুর, কালী, ক্যানিং, বজবজ, বড়বাজার, কালিন, চাকদহ, চন্দনপুকুর, চম্পাহাটি, চন্দননগর, ডিলপাড়া, চেতলা, চুঁচুড়া, কাঁটাই রোড, কোচবিহার,

দক্ষিণেশ্বর, ডালখোলা, ডানকুনি, দেউলা, ঢাকুরিয়া, ধনেখালি, ধপধপি, ধূপগুড়ি, ডায়মন্ডহারবার রোড, ডোমজুড়, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, দমদম জংশন, দুর্গানগর, দুর্গাপুর, দত্তপুকুর, ইডেন গার্ডেন্স, গাংনোপুর, গড়বেতা, গড়িয়া, গেদে, ঘুটিয়ারি শরিফ, গোবরডাঙা, গোপালনগর, গুমা, গুপ্তিপাড়া, গুসকরা, হাবিবপুর, হাবড়া, হালিশহর, হরিপাল, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, হাউর, হুবলি, ইছাপুর, যাদবপুর, জগদ্দল, জলপাইগুড়ি, জঙ্গিপুর রোড, ঝাড়গ্রাম, জিয়াগঞ্জ, জিরাট, জয়নগর-মজিলপুর, কাকদ্বীপ, কালিকাপুর, কালীনারায়ণপুর জং, কল্যাণী, কল্যাণী ঘোষপাড়া, কল্যাণী শিল্পাঞ্চল, কল্যাণপুর, কামারকুণ্ডু, কাঁচরাপাড়া, কাঁকিনাড়া, কাশীনগর, কাটোয়া, খানা, খড়দহ, কীর্ণাহার, কোলাঘাট, কোন্নগর, কৃষ্ণনগর সিটি জংশন, কুলটি, লেক গার্ডেন্স, লক্ষ্মীকান্তপুর, লালগোলা, লিলুয়া, মদনপুর, মধ্যমগ্রাম, মগরাহাট, মহিষাদল, মাঝেরগ্রাম, মালদা টাউন, মল্লিকপুর, মানকুণ্ডু, মশাগ্রাম, মছলন্দপুর, মেচেদা, মেমারী, মেদিনীপুর, মৌরিগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপধাম, নৈহাটি জং, নলহাটি, নালিকুল, নামখানা, নারায়ণ পাকুড়িয়া মুরেল, নসীবপুর, নেত্রা, নিউ আলিপুর, নিউ ফরাক্কা, নিউ ব্যারাকপুর, নিশ্চিন্দপুর, পলাশী, পালপাড়া, পলতা, পাণ্ডুয়া, পাঁশকুড়া, পার্ক সার্কাস, পাতিপুকুর, ফুলিয়া, প্রিন্সেপঘাট, পূর্বস্থলি, পুরুলিয়া, রায়গঞ্জ, রামপুরহাট, রানাঘাট, রানিগঞ্জ, রিষড়া, রসুলপুর, সাঁইথিয়া, শক্তিগড়, সামসি, সমুদ্রগড়, সংগ্রামপুর, সন্তোষপুর, শান্তিপুর, শেওড়াফুলি, শ্যামনগর, শিলিগুড়ি জং, শিমুরালি, সিঙ্গুর, সীতারামপুর, সিউড়ি, সোদপুর, সোনারপুর, সন্তালিয়া, শ্রীরামপুর, সুভাষগ্রাম, সূর্যপুর, টাকি রোড, টালা, তমলুক, তারকেশ্বর, তারাপীঠ রোড, ঠাকুরনগর, টিটাগড়, টালিগঞ্জ, ত্রিবেণী, উলুবেড়িয়া, উত্তরপাড়া, বেথুয়াডহরি, মুড়াগাছা, পাগলাচণ্ডী

আলুয়াবাড়ি রোড, অণ্ডাল, বালি, বালিঘাট, বাসুয়াগাঁও, ভাতার, ভেদিয়া (আউসগ্রাম), বীরশিবপুর, বিশরপাড়া-কোদালিয়া, চন্দ্রকোণা রোড, চ্যাংড়াবান্ধা, চাস রোড, ছাতনা, দাঁতন, দেবগ্রাম, দীনহাটা, ফুলেশ্বর, গলসি, গাজোল, গিরি ময়দান, গোকুলনগর, গৌরীনাথধাম, হলদিবাড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, জামুরিয়া, কলাইকুণ্ডা, খুনতিপুর, কুলগাছিয়া, নিউ দোমোহানি, নিউ ময়নাগুড়ি, রাধামোহনপুর, সালার, সোনামুখী, তালদি, টিকিয়াপাড়া

আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার জং, অম্বলগ্রাম, আনাড়া, অশোকনগর রোড, আজিমগঞ্জ জং, বাগডোগরা, বগুলা, বাহাদুরপুর, বহরু, বহিরগাছি, বাহিরপুয়া, বলাগড়, বলরামবাটি, বলগোনা, বল্লালপুর, বামুনগাছি, বামনগ্রাম হল্ট, বামনহাট, বনারহাট, বানেশ্বর, বাঁকাপাসি, বঙ্কিমনগর, বাঁশতলা, বরাভূম, বারাসত জং, বাসুদেবপুর, বাসুলডাঙা, বাতাসী,

খড়কুড়িয়া, কোলাঘাট, কোন্নগর, ভেলোড়াটি রোড, বেলিয়াতোড়, বেলেবেড়িয়াগোলা, ভগবানগোলা, ভীমগড়, বিদ্যাধরপুর, বিষ্ণুপুর, বৈচি, বুদবুদপুর, বুনিয়াদপুর, বর্মপুর, চন্দ্রকোনা, চিচি, চন্দনপুর, চাকলা, ছাতনাহাটি, চৌরিগাছা, দাঁইহাটি, দার্জিলিং, দশঘরা, দেউলটি, দাঁইহাট, ধুবুলিয়া, ধুলাগড়ি, দুবরাজপুর, ডুমুরদহ, দুর্গাচক, একলাখি, ফালাকাটা, গদাধরপুর, গোকুলগাছা, ঘোড়াঘাটা, ঘুম, গিধনি, গোবড়া, গুড়াপ, হরিশ্চন্দ্রপুর, হরিপালপুর, হাসিমারা, হিমসোলি, হোলিং, হলদিপুর, জনাই রোড, যশোর রোড, ঝাঁটিপাহাড়ি, জয়চণ্ডীপাহাড়, তৈকলা, কালচিনি, কালীনগর, কলিয়াগঞ্জ, কামাখ্যাগুড়ি, কাঁথি, খাগড়াঘাট রোড, খেমাশুলি, কোটশিলা, কুলটি, লালপুর, লোহাপুর, লোকনাথ, মদনহাটি, মধুসূদনপুর, মাকড়দা, মালতীপুর, মালদহ কোর্ট, মালিপাড়া, মল্লারপুর, মুরারই, নবগ্রাম, নহাটা, নলহাটি, নন্দকুমার, নরেন্দ্রপুর, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, ওল্ড মালদা, পাঙ্গা রোড, পানাগড়, পাণ্ডবেশ্বর, পাটিলাপাড়া, পাটুলি, পীরতলা, প্রান্তিক, রাজবাঁধ, রাজগোড়া, রামরাজাতলা, রিষড়া রোড, রূপনারায়ণপুর, সাগরদিঘি, সালানপুর, শালবনি, সাঁইথিয়া, সীতারামপুর, সারগিয়া, শালিমার, শিমলাগড়, সেবক, সোনারপুর, শুশুনিয়া, তালিত-বিদ্যামঠ।

এই তালিকার বাইরেও কিছু কাজ আরও আছে। স্থানাভাবে সব যুক্ত করা সম্ভব হল না বলে দুঃখিত। সকলের কাছে আবেদন, সামগ্রিকভাবে কাজের বিচার করুন। রেলের মাধ্যমে যদি এই অল্প সময়ে এত কাজ হয় তাহলে এর পর আরও কত কাজ করতে পারবেন মমতা। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার। অন্যদিকে, কেন্দ্রের সরকারে শামিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধিরা। এই পরিস্থিতিতে নতুন বাংলা গড়ার লক্ষ্যে উন্নয়নের মহাযজ্ঞ শুরু করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসুন, আমরা বাংলায় পরিবর্তন আনি।
আসুন, ৩৫ বছরের সিপিএমের অপশাসন-
গণহত্যা-অত্যাচার-দুর্নীতির অবসান ঘটাই।
আসুন, বাংলায় আনি নতুন সকাল।
বদলা নয়, বদল চাই।
হিংসা নয়, শান্তি চাই।
সন্ত্রাস নয়, উন্নয়ন চাই।
জয় হোক বাংলার মা-মাটি-মানুষের।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী
কর্তৃক ৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ২৬ থেকে প্রকাশিত